শৈল চক্রবর্তী

চিত্রিত

দেশবিদেশের হাসির গল্প

শিবরাম চক্রবর্তী

অনূদিত

bengaliboi.com

দেশবিদেশের হাসির গল্প

শিবরাম চক্রবর্তী
অনূদিত
শৈল চক্রবর্তী
চিত্রিত

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

পরীর উপহার ৯
অ্যান্টনি আর্মস্ট্রং
পার্বত্য সূর্যোদয়। ২০
মার্ক টোয়েন
অবিশ্রাম চিকিৎসা ৩৬
হেক্টর মন্‌রো
পেট কামড়ানোর ধাক্কা ৪৮
ডবলিউ ডবলিউ জেকব
চিকিৎসা-বদল। ৬৬
ডবলিউ ডবলিউ জেকব

bengaliboi.com

পরীর উপহার

একদা এক কালে এক রাজা ছিলেন, এবং তাঁর ছিল এক ঘোড়ামুখো ছেলে। দেখতে তত সুবিধাজনক না হলেও তাকে রাজপুত্র বলেই গণ্য করতে হবে। চেহারায় যাই হোক, ছেলেটি এধারে কিন্তু ছিল ভারি চৌকশ—এমন চৌকশ যে একটি ছেলেকে একাধারে এত চালাক হতে এর আগে আর দেখা যায়নি। সেইজন্য, বলতে কি, দোকানদারেরা তাকে এক কড়ার জিনিসও কখনো ধারে দিত না। এমন কি, তার বন্ধু-বান্ধবরাও তার সঙ্গে তাস খেলতে রাজি হত না সহজে, এমন বেমালুম তাস চুরি করতে পারত সে। বাধ্য হয়ে, একা একা পেশেন্স খেলেই কাটত বেচারার দিন।

একদিন, ইতিমধ্যে, হল কি, সেই ঘোড়ামুখো রাজপুত্র এবং তার বাবা বসে রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকে উঠল এবং তাঁদের মাঝখানে আবির্ভাব হল এক পরীর।

তাঁরা কিন্তু আদৌ চমকিত হলেন না, কেননা, সেকালে এইভাবে নোটিশ না দিয়ে যাতায়াত করাই ছিল পরীদের দস্তুর। খেয়ালমতো তাঁদের আবির্ভাব এবং খুশিমতো অন্তর্ধান—কারও একটি কথা বলার ছিল না তার ওপরে।

পরীকে দেখে, রাজা, সৌজন্যবশে, রাজ্যের ব্যাপার থেকে তাঁর বাক্যালাপের মোড় ঘুরিয়ে আনেন। বলেন—

"বাঃ দিনটা কী চমৎকার আজ। পরীর আগমনের মতো দিনই বটে!"

"হ্যাঁ, খাসা দিন!" এই কথা বলেই পরী, সরাসরি, কাজের কথায় নেমে যায়: "নয় কি? ভালো কথা, আমাদের রাজপুত্র আর এক সপ্তাহের মধ্যে সাবালক হতে যাচ্ছেন"।

রাজা ঘাড় নাড়েন; গত দুমাস ধরে রাজপুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের তোড়জোড় এমন সজোরে চলছিল, যে, এ কথা একমুহূর্তের জন্যেও ভুলবার ছিল না একেবারেই।

পরী এইবার রাজপুত্রের দিকে ফেরে : "তোমার জন্মাবার দিনে আঁতুড় ঘরে উপস্থিত হতে পারিনি আমি, যাই হোক, তোমার জন্মদিনের উপহার আমি নিয়ে এসেছি আজ।"

সেকালে, রাজকুমারদের জন্মদিনে, তাঁদের দোলনা ঘিরে, নানাবিধ উপহার নিয়ে, জমায়েত হওয়া পরীদের একটা প্রথা ছিল।

"যাক, তাতে আর কি হয়েছে !" পরিতৃপ্ত কণ্ঠে রাজপুত্রের উত্তর হয় : "যা যা দেয়া দস্তুর আর সব পরীরাই আমাকে তা দিয়ে গেছে। স্বাস্থ্য, আর সম্পদ, আর দীর্ঘ জীবন, আর মনের ফুর্তি—"

"বেশ বেশ" বাধা দিয়ে বলে পরী : "তোমাকে সুন্দর চেহারা দেবার আমার ইচ্ছা ছিল ! কিন্তু তুমি যখন খুশিই আছ দেখছি—"

রাজপুত্র ঈষৎ বিচলিত হন, বঙ্কিম দৃষ্টিতে একবার তিনি আয়নার দিকে তাকিয়ে নেন; পরীর কথাটায় তাঁর ঘোড়ামুখের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে বলেই তাঁর সন্দেহ হয় যেন।

"বেশ, তুমি যদি তাই দিতেই এসে থাকো, তাই উপহার দিয়েই খুশি হও—" রাজপুত্র বলতে শুরু করেন—

"তাহলে আমার তেমন বিশেষ আপত্তি নেই" এই বলেই তিনি শেষ করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাক্য অসমাপ্তই থেকে যায়। পরী কাছাকাছি এসে খুব খুঁটিয়ে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করে বলে— "নাঃ, এখন সে বিষয়ে কিছু করতে যাওয়া দেখছি সুদূরপরাহত। এ বনেদি চেহারা আর বদলাবার নয় !"

রাজা একটু কাশেন। কাশির ইঙ্গিত দিয়ে ক্ষান্ত করতে চান পরীকে। কথাবার্তার ধারাটা যেন নিতান্ত ধারালো ভাবেই ব্যক্তিগত হয়ে উঠছে বলে তাঁর ধারণা হয়। রাজপুত্র আবার যা গোঁয়ার—। রেগে উঠলে রক্ষা নেই।

"বেশ, তাহলে তুমি কী দিতে চাচ্ছ আমায়, শুনি?" রাজপুত্রের কণ্ঠে কেবল দাবিই নয়, বেশ একটু উষ্মাও যেন।

"তোমার তিনটি ইচ্ছা আমি পূরণ করব।"

"ওঃ, তাই !" রাজপুত্র বিরক্তই হন—"তাই শুধু !"

"তাই শুধু—তার মানে?" পরী চটে ওঠে: "খুব চমৎকার উপহারই কিআমি দিইনি তোমায়?"

"সত্যিই, খুব চমৎকার উপহার!" রাজা মাঝে পড়ে বলেন: "এবং দুর্লভও বটে।" ছেলের গোঁয়ারতুমির জন্য ভাবনাও হয় তাঁর—"পুত্র, পরীকে ধন্যবাদ দাও এজন্যে!"

"আমার বয়েই গেছে!"

রাজপুত্র মুখ ব্যাঁকান: "পাওনা জিনিসের জন্যে আবার ধন্যবাদ কেন?"

রাজাকে আবার কাশতে হয়।

রাজপুত্রকে বাধা দেবার জন্যেই। পরীদের চটানোও ঠিক নয় তো, তাঁরাও বড়ো সহজ পাত্র নন একেবারে!

ক্রমশ রাজপুত্রের উৎসাহ জাগে: "আচ্ছা। আমার যা খুশি তাই আমি চাইতে পারি তো?"

পরী বলে: "হ্যাঁ। যা খুশি।"

"তুমি প্রতিজ্ঞা করছ যে তাই দেবে?"

"নিশ্চয়ই।" ঈষৎ উষ্ণ কণ্ঠেই পরীর জবাব হয়।

"পারবে তো দিতে?" রাজকুমারের স্বরে সন্দেহের সুর: "নিশ্চয় জানো যে পেরে উঠবে ঠিক?"

"দ্যাখো বাপু," পরী এবার গরম হয়ে ওঠে: "একটি উপহারও তুমি পাবে না ফের যদি তুমি—"

"আহা, চটছ কেন? রাগবার কথা তো কিছু বলিনি আমি। রাজপুত্র বলে—"আমার তিনটে ইচ্ছা পূরণ হবে তাহলে? বেশ, প্রথমেই আমি চাই একটা ওয়াঙ্ক্।"

বরদানের জন্য পরী হাত তুলেছিল, তথাস্তু বলে ফেলেছিল আর কী, কিন্তু আবার সে হাত গুটিয়ে আনে।

"একটা—কি?" পরী বলে "কী বললে একটা?"

"একটা ওয়াঙ্ক্?" আন্‌কোরা সব নতুন আইডিয়া রাজপুত্রের মাথায়।

"একটা ওয়াঙ্ক্?" পরী হকচকিয়ে যায়। "ওয়াঙ্ক্! ওয়াঙ্ক্।" মাথা ঘামায় পরী। "ওয়াঙ্ক্—দেখতে কেমন?"

"আমিও অনেক সময়ে তাই ভেবেছি! কেমন দেখতে কে জানে।" অমায়িকভাবে হেসে রাজকুমার উত্তর দ্যান।

"তার চেয়ে একটা গিনিপিগ হলেই ভালো হয় নাকি ?" রাজা এবার যোগ দ্যান—"কুমার, তাই কি তোমার বেশি বাঞ্ছনীয় হত না, পুত্র? তা ছাড়া, আস্তাবলও এখন ভারি নোংরা আর খুব স্থানাভাব সেখানে—"

"না, ওয়াঙ্ক্ আমি চাই। একটাও ছিল না আমার কখনো।"

"ওরকম কোনো জিনিস সত্যিই কি আছে ?" জিজ্ঞাসা করে পরী।

"আমার তো মনে হয় না। তবে—" হাসিমুখে বলে রাজপুত্র—"তবে হবে শিগ্‌গিরই, হবে নাকি ? তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ যখন—"

"ও! তাই।" এবার বলে পরী। "তবে তাই হোক!"

এই বলে সে চোখ বোজে।

একটু পরে চোখ খোলে আবার—"কথাটা বলবে আরেকবার?"

"ওয়াঙ্ক্!" রাজপুত্র আরেকবার বলে।

"বানান করো দেখি?"

"ও—অন্তঃস্থ য়-এ আ-কার—আর ঙ-য় ক-য় !"

"ও ?—ধন্যবাদ্ !" পরী পুনরায় চোখ বোজে।

রাজপুত্র প্রুফ কারেক্ট করে দ্যায়—"বিরাম চিহ্ন আছে শেষে।"

কিছুক্ষণ চিন্তার পর সন্দিগ্ধ ভাবে হাত নাড়ে পরী।

মাথাটা খরগোশের মতো দেহটা শজারুর—ছ-পেয়ে এক জানোয়ার আবির্ভূত হয় রাজার সম্মুখে।

রাজা চমকে যান বেজায়।

"ধুত, ও নয় !" এই বলে পরী তৎক্ষণাৎ তাকে অন্তর্হিত করে।

"গিনিপিগ হলেই ভালো হত, আমার মনে হয় !" রাজা ঘাড় নাড়েন।

"না, ওয়াঙ্ক্-ই চাই আমার।" রাজপুত্রের সেই এক গোঁ।

পরী আবার চোখ বোজে, ভালো করেই এবার। তারপর সে হাত নেড়ে বলে—"তথাস্তু।"

এবার উপস্থিত হয় অদ্ভুত আরেক জীব। মাথাটা ভালুকের, সামুদ্রিক সিংহের মতো শরীর, আর উটপাখির মতো লম্বা লম্বা পা।

রাজা চেঁচিয়ে ওঠেন, তাঁর সর্বাঙ্গ ভয়ে কাঁপতে থাকে। দেহরক্ষী ছুটে আসে আর্তনাদ শুনে।

"আমার বিশ্বাস এই হচ্ছে ওয়াঙ্ক্।" পরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে। গর্বের হাসি তার মুখে।

ঘোড়ামুখো রাজপুত্র চারিধারে ঘুরে ফিরে প্রাণীটিকে লক্ষ করে।

"আমারও তাই মনে হয়।" বলে রাজপুত্র, অনেক বিবেচনা করে—অবশেষে। ওয়াঙ্ক্ না হয়ে যায় না এ। তা ছাড়া আর কী হবে?

পরীও ইতিমধ্যে, ওয়াঙ্ক্-এর অঙ্গে যা কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল শুধরে দ্যায়। কানের অভাব ছিল, এক জোড়া ঈগল পাখির কান বসিয়ে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে ক্যাঙারুর ল্যাজ।

"হ্যাঁ, এ যে ওয়াঙ্ক্ এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ !" পরী বলে তারপর। "যদিও এমন চীজ আমার কাছে কেউ চায়নি এর আগে।"

"রাজপুত্র, তুমি নিজেই এর দেখাশোনার ভার নেবে, আমি আশা করি।" রাজার হৃদকম্প কিছু কমেছে তখন :

"এবং এর খাওয়ানো-দাওয়ানোরও।—ভালো কথা, এ খায় কী?"

"হ্যাঁ—খায় কী এ?" পরীর দিকে তাকায় রাজকুমার। "এই ওয়াঙ্ক্?"

"আমাকে জিগেস করা বৃথা।" জবাব দ্যায় পরী : "আমার ইচ্ছাতেই এ হয়েছে। আমি কী জানি তার !"

ঠিক এই মুহূর্তে, ওয়াঙ্ক্, স্বয়ং এই সমস্যার সমাধান করে ফেলে, দেহরক্ষীর দেহে এক কামড় বসিয়ে দ্যায়। দেহরক্ষীরাই ওর মুখরোচক খাদ্য বুঝতে পারা যায়।

রাজপুত্র একলাফে, পিছু হটে আসেন—"এ রকম জন্তু পছন্দ নয় আমার। এ কি পোষ মানবে? মনে তো হয় না। তার আগে সমস্ত প্রহরী সাবাড় হয়ে যাবে আমাদের।"

রাজপুত্রের চোখ কপালে ওঠে। "এর খতম চাই আমি।" বলেন তিনি অবশেষে।

রাজপুত্রের মুখ থেকে কথা খসেছে কি খসেনি, পরীর হাত অমনি উঠে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াঙ্ক্-এরও তিরোধান।

"ওর খতম চাও,—" পরী বলে মুখ গম্ভীর করে—"এই তোমার দ্বিতীয় ইচ্ছা। এইবার চলে এসো বাপু, তোমার আর একটি ইচ্ছা আছে মোটে। বলে ফ্যালো চটপট।"

ঘোড়ামুখো রাজপুত্রের ওপর তার চিত্ত নেই আর।

"বটে ? তাই নাকি ?" রাজপুত্র মুচকি হাসে, সহজে দমবার ছেলে নয় সে।

"হ্যাঁ, তাই।"

"সত্যি বলছ ?"

"আলবাত !" পরী এবার জোর তাগাদা লাগায় : "সেরে ফ্যালো চটপট। তোমার শেষ ইচ্ছাটি।"

"আর একটাও ওয়াঙ্ক্ নয়, পুত্র!" রাজা মনে করিয়ে দ্যান। "হ্যাঁ, আধখানাও না।"

ঘোড়ামুখো রাজপুত্র ভুরু কুঁচকে ফন্দি আঁটে।

"তাহলে তৈরি তুমি ?" সে বলে পরীর হাত তোলার প্রতীক্ষায়। "বেশ, তাহলে, আমি আর তিনটে ইচ্ছাপূরণ চাই।"

"এই ! ওকি হচ্ছে ?" রাজা চেঁচিয়ে ওঠেন, "ও ঠিক নয় !"

পরী অবাক হয়ে যায় বিস্ময়ে।

"কেন ঠিক নয়, বাবা ?" রাজপুত্র প্রশ্ন করে।

"ওরকম হয় না। কখনো হয় না ওরকম। তোমার পিতামহ, কি, তোমার বৃদ্ধ পিতামহ কেউ এরকম করেন নি। পরীদের সঙ্গে তাঁদেরও কারবার ছিল। বলতে কি, আমি নিজেও, আমার যৌবরাজ্যের সময়ে—"

"হ্যাঁ, শুনেছি, শুনেছি। অনেকবার শুনেছি সেকথা।" রাজপুত্র বাবাকে থামিয়ে দ্যায় সূত্রপাতেই।

"না— হবে না। চলবে না ওসব !" পরী আগুন হয়ে ওঠে একেবারে।

"বেশ, তুমি নিজেই প্রতিজ্ঞা করেছ।" রাজপুত্র বলে। প্রতিজ্ঞা-পালনে আইনত তুমি বাধ্য। যদি তোমার চুক্তি তুমি নিজেই রাখতে না চাও, বেশ, আদালত খোলা আছে—"

আদালতের কথায় পরী ঘাবড়ে যায়।

"ভালো, আরো তিনটে ইচ্ছা পূরণ হবে তোমার। এখন তবে চুকিয়ে ফ্যালো তাড়াতাড়ি। যাবার সময় হল আমার। জীবনে আর কখনো আমি উপহার দিতে আসছি না তোমায় ! বলে ফ্যালো তোমার আরও তিনটে ইচ্ছা !"

"উঁহু—দুটো ইচ্ছা কেবল।" রাজপুত্র পরীর ভ্রম সংশোধন করে :

"আমার তৃতীয় ইচ্ছা হবে, বলা বাহুল্য, আরো তিনটে ইচ্ছাপূরণের ইচ্ছা। এই রকমেই চলবে বরাবর।"

"রাজকুমার, রাজকুমার !" ভয়ে বিস্ময়ে রাজা প্রায় মূর্ছিত হন আর কি। "তোমার কাণ্ড দেখে তোমার মার বুদ্ধির প্যাঁচ মনে পড়ছে আমার—" এর বেশি আর বাক্য সরে না তাঁর মুখ দিয়ে। ছেলের বুদ্ধিমত্তা দেখে তিনি মনে মনে তার তারিফ করতে থাকেন।

পরী তো একেবারে চুপ। বোবা হয়ে গেছে যেন।

অনেক হিসেব কষে রাজপুত্র বলেন আবার : "আচ্ছা তিনটে করেই বা কেন ? ভেবে দেখলে, আমি তো কুড়িটা, পঞ্চাশটা, দেড়শ, কি, একশ বাহান্নটা, তিরানব্বইটা, কি, তেরোটা ইচ্ছাও তো করতে পারি—? পঁয়ষট্টিটা করতেই বা ক্ষতি কি ! এর পরে আমি তিরিশটে ইচ্ছাপূরণের ইচ্ছা করব একসঙ্গে। হুঁ।"

পরী এবার চটে মটে অস্থির হয়ে উঠে—যা তা বলে গাল পাড়ে রাজপুত্রকে। এমন সব দুর্বাক্য বলে যা ভদ্রমহিলার মুখ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না।

গালাগালির চূড়ান্ত করে এই বলে সমাপ্ত করে পরী : "বেশ তোমার যত খুশি ইচ্ছা করো, আমার প্রতিজ্ঞায় সেসব ইচ্ছাপূরণও হবে নির্ঘাত— তোমার মতো বদ লোক দেখি নি আমি আর একটাও ! তুমি হচ্ছ আস্ত একটা—"

রাগের চোটে, বেশ খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে, বেগে বেরিয়ে যায় পরী। তার বাক্যের বাকি অংশটা শেষ হয় একেবারে পরীদের দেশে পৌঁছে—বলা বাহুল্য, সেখানে ভারি হুলুস্থুল পড়ে যায় এই নিয়ে।

রাজা ও রাজপুত্র নির্বাক হয়ে থাকেন। তারপরে, কিছুক্ষণ কেটে গেলে, পরীর ধাক্কা সামলে ওঠে রাজপুত্র। সে বলে : "বাবা, তুমি কী বলো ? ইচ্ছাগুলো কাজে লাগানো যাক—কেমন ?"

ছেলের বাহাদুরিতে রাজা হতবুদ্ধি হয়ে গেছলেন, এতক্ষণে কথা বেরোয় তাঁর মুখ দিয়ে : "কিন্তু সাবধান, খুব সাবধান— ভেবে চিন্তে চারিদিক খতিয়ে খুব সাবধানে সব ইচ্ছা করবে। বুঝেছ, পুত্র ?"

ইচ্ছাশক্তির অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাজকুমার।

কিন্তু যথেষ্ট সাবধান থেকেও, পদে পদে অসুবিধায় পড়তে হয় ওঁকে।

সেইদিনই এক ভোজের আসরে খেতে বসে, হঠাৎ ওঁর ধান চালের বিষয়ে ভাবনা জাগে; ওঁর মনে হয়, এই সময়ে একচোট বৃষ্টি হয়ে গেলে ফসলগুলোর খুব উপকার হত। ভাবতে ভাবতে কখন অসতর্ক মুহূর্তে তিনি হয়তো বলেই ফেলেছেন—"হ্যাঁ, আমি চাই বেশ একচোট বৃষ্টি হয়ে যায় ।"

আর যেই না বলা, অমনি বৃষ্টি পড়তে শুরু করে, সেই ভোজের আসরে, প্রকাণ্ড হল ঘরের মধ্যেই। রাজপুত্র প্রথমটায় তো অবাক হয়েই যান এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখে। ঘরের মধ্যে বৃষ্টি ! অদ্ভুত !

তারপর যখন তিনি টের পান যে তিনি নিজেই এর জন্য দায়ী, ততক্ষণে বেশ কয়েক পশলা হয়ে গেছে। খাবার দাবার প্রায় সবই কাবার, সমস্ত নষ্ট—সবাই ভিজে ঢোল । রাজপুত্র তখন পুনরায় ইচ্ছা করে বৃষ্টিকে সামলে নেন বটে, কিন্তু সভার সকলে এমন ভাবে রোষ-কষায়িত নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে যে তাঁর অসহ্য হয়। তিনি আপন মনেই বলেন—বলে ফেলেন—" এখান থেকে সরে পড়তে পারলেই বাঁচি ।"

পরমুহূর্তেই তিনি নিজেকে দেখতে পান, আস্তাবলের এক অত্যন্ত নোংরা জায়গায়—যে জায়গাটাকে জমাদারদের জমিদারি বলা যেতে পারে। সরে পড়তেই চেয়েছিলেন, কিন্তু কোথায় সরে পড়বেন, ঘাবড়ে যাওয়ার মুখে তার উল্লেখ করতে ভুলে যাওয়ায় তাঁর এই দশা, দামী দামী পোশাক পরিচ্ছদ সব বরবাদ ।

দুদিন যেতে-না-যেতেই, রাজবাড়ির সবাই, রাজপুত্রের এই নতুন ঐশ্বর্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ! সবচেয়ে খেপে গেলেন রাজমন্ত্রী নিজে। তার কারণ আর কিছু না, একদিন রাজপুত্র বেরিয়েছেন দূর বনে শিকার করতে আর তিনি বসে আছেন রাজদরবারে, রাজার পাশেই। এমন সময়ে অকস্মাৎ কী হল, তিনি আর সেখানে নেই, এক মুহূর্তে একশ মাইল উধাও হয়েছেন।

ব্যাপার হয়েছিল এই, রাজপুত্র শিকারের আনন্দে আর উত্তেজনায় এমনিই বলে ফেলেছিলেন—"আহা আমাদের সেই গোবদা উজিরটি যদি থাকতেন আমাদের সঙ্গে, তাহলে তাঁর দেহের চর্বি কিছু কমে যেত আজ । যা পেল্লায় ভুঁড়ি লোকটার ।"

বলবার সঙ্গে সঙ্গেই, পরীদের কাজ এমনি নিখুঁত, উজির সিংহাসনের সন্নিকট ছেড়ে, একশ মাইল দূরে বনবাদাড়ের মধ্যে গিয়ে হাজির, হুবহু সেই মুহূর্তেই;এমন কি, রাজপুত্রের মন্তব্যের প্রায় সমস্তটাই স্বকর্ণেই তিনি শুনতে পান গিয়ে !

কোথায় কখন রাজপুত্রের মুখ দিয়ে কী ফসকাচ্ছে আর রাজকর্মচারীদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ! দিনের মধ্যে কতবারই যে কারণে-অকারণে তাদের আকস্মিক স্থানান্তরিত হতে হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই ! এরকম বারবার ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হয়ে তাদের তো যায়-যায় অবস্থা ! এসব ছাড়াও, রাজপ্রাসাদে বসবাসও বিপজ্জনক হয়ে উঠল। খেয়ালের বশে, রাজপুত্র, এর মধ্যেই সেই ওয়াঙ্ক-এর মতো, এমন সব কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার সৃষ্টি করে বসেছিলেন, আর তারা যেভাবে অবলীলাক্রমে যেখানে সেখানে স্বচ্ছন্দ আহার-বিহার করে বেড়াচ্ছিল তাতে দেশসুদ্ধ লোকের আর দুর্দশার অন্ত থাকল না !

আবহাওয়ার ব্যবহারও বদলে গেল আশ্চর্যরকম। এই বর্ষা, এই দারুণ শীত, আবার একটু বাদেই বসন্তের ফুরফুরে দক্ষিণে হাওয়া । মিনিটে মিনিটে পোশাক বদলাতে বদলাতে হদ্দ হয়ে গেল দেশের লোক ! সিল্কের পাঞ্জাবী পরে বেরিয়েছে—হঠাৎ পড়ে গেল প্রচণ্ড শীত ! হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে এক ছুটে আস্তানায় এসে, সোয়েটার, মাফ্‌লার, কোট, অলেস্টার চাপিয়ে বাড়ি থেকে কয়েক পা বেরিয়েছে কি বেরোয় নি, চারিদিক অন্ধকার হয়ে মেঘ ছেয়ে দুদ্দাড় করে বৃষ্টি এল নেমে—সব ভিজে চুপসে ভ্যাপসা আর একাকার !

সেনাপতি একদিন সাহসী হয়ে রাজপুত্রকে এই নিয়ে কি বলতে গেছ্‌লেন, রাজকুমার শুধু বলেছিলেন—"চেপে যাও হে, বলছি আমি ।" তার ফলে ভদ্রলোক এমন চেপে গেলেন, যে, আবার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করে তাঁকে পুনরায় আলগা করে আনতে রাজপুত্রকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। এখন অবশ্য বীরবর অনেকটা ঠিক হয়ে এসেছেন, কিন্তু, ঠিক যে আগের মতোটি হতে পেরেছেন এমন বলা যায় না। তাঁর সে জবরদস্ত মহিমা আর নেই— তাঁকে সেনাপতি বলা এখন বাহুল্য মাত্র। খুব কষ্টে সৃষ্টে বরং চোপদার বলা যেতে পারে।

রাজপুত্র একটা খাজাঞ্চি রেখে যাবতীয় ইচ্ছার জমাখরচের হিসাব রাখছেন আজকাল। জমাখরচের খাতার গোড়ার দিকটা শুরু হয়েছে এইভাবে—

জমা		খরচ	
পরীর কাছ থেকে	৩	একটা ওয়াঙ্ক	১
নিজের ,, ,,	৩	ওয়াঙ্কের নিষ্পত্তি	১
নিজের ,, ,,	৩০	আরও তিনটে ইচ্ছাপূরণের ইচ্ছা	১
নিজের ,, ,,	১০০০	আরও ত্রিশটা ইচ্ছাপূরণের ইচ্ছা	১
নিজের ,, ,,	২০০০	ভোজের আসরে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ	২
		আকস্মিকভাবে আস্তাবল পরিদর্শন এবং তার ফলে নতুন এক সুট্ পোশাক	২
		একশিশি ভালো সেন্ট সেই সঙ্গে শিকারক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রাদুর্ভাব এবং তাঁর রিটার্ন টিকিট	২
		নানাবিধ জন্তু জানোয়ার সৃষ্টি এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করা	২২
		সেনাপতিকে দাবানো এবং মাধ্যাকর্ষণের কবল থেকে তাঁর পুনরুদ্ধার-সাধন	২
		আরও আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ	৭

এবং এই রকমই বরাবর।

সবাই ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। কোনদিন যে কী দুর্ঘটনা ঘটবে জানা নেই কারও। রাজা নিজেও ভারি দুর্ভাবনায় আছেন। এমন কি একদিন তিনি প্রকাশ করেই বলেছেন—"পরীর এই উপহারের জের কতদিনে মিটবে কে জানে। পরিষ্কার হলে বাঁচি!"

এ কথা রাজপুত্রের কানে যেতেই, তিনি তৎক্ষণাৎ, উৎসাহের আতিশয্যে, তাঁর জমার অঙ্ক তিন হাজার ছত্রিশ থেকে, একেবারে কয়েক কোটি বাড়িয়ে ফেলেছেন এক ধাক্কায়।

তারপর থেকে রাজা গালে হাত দিয়েছেন, আর, রাজ্যের সবাই দিয়েছে মাথায় হাত!

কিন্তু অবশেষে একদিন পরিসমাপ্তিও এলো। পরী নিজেও হিসেব-নিকেশের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সে ছিল তক্কে তক্কে।

রাজপুত্র একা একা পেশেন্স খেলছেন একদিন—

আধঘণ্টার খেলায়, পরপর তিন বাজি চটপট মিলিয়ে দিয়ে তিনি আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠেন, বিজয়ীর হাসি হেসে, হঠাৎ বলে ফেলেন—"এমন পেশেন্স খেলিনি অনেকদিন! আরো আধঘণ্টা যদি এমনি হত আবার!"

অদৃশ্য পরীর উদ্যত বর পড়ে তাঁর মাথায়! আরো আধঘণ্টা সেই পেশেন্স তিনি খেলেন, তেমনি তিন বাজি, তেমনি চটপট চমৎকার মিলে যাওয়া, পর পর তিনবারই; তারপরে তাঁর সেই বিজয়-হাস্য—এবং চরমে সেই আত্মহারা অভিব্যক্তি—একেবারে চূড়ান্ত ব্যাপার :

"এমন পেশেন্স খেলিনি অনেকদিন ! আহা, আরো আধঘণ্টা যদি এমনি হত আবার !"

আবার তৃতীয় আধঘণ্টার পুনরাবৃত্তি— একেবারে নিখুঁত সেইভাবে। এবং আবার, এবং আবার—এই রকমই চলতে থাকে বারংবার।

দেহরক্ষীরা তাঁকে, তাঁর চেয়ার-টেবিল-সমেত, মায় সমস্ত তাস ধরাধরি করে নিয়ে যায় রাজপ্রাসাদের দূরবর্তী কোণে— এক নির্জন নিঃশব্দ কক্ষে। সেইখানেই রয়েছেন তিনি এখনও। তেমনি তাস খেলায় প্রমত্ত নিজের সঙ্গে।

রাজজ্যোতিষী, রাজপুত্রের জমাখরচের হিসাব খতিয়ে, অঙ্ক কষে (অনেকটা রেকারিং ডেসিমলের নিয়মে) জানিয়েছেন যে, এখন কয়েক জন্ম তাস খেলেই কাটাতে হবে রাজপুত্রকে।

হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে সবাই। কয়েক শতাব্দীর জন্যে এখন নিশ্চিন্তি !

অ্যান্টনি আর্মস্ট্রং-এর একটি গল্পের অনুসরণে।

পার্বত্য সূর্যোদয় !

কী সুখেই যে লোকে পাহাড়ে চেপে সূর্যোদয় দেখতে চায়, তারাই জানে কেবল ! এই অপূর্ব বস্তুর দর্শন-লালসায় এসে এমন নাকালটাই হতে হয়েছিল আমাদের—যে কী বল্‌ব।...

আল্‌প্‌স পর্বতমালার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রিগি পাহাড়। উচ্চতায় ছ-হাজার ফিট। একমাত্র নিজের ওপর নির্ভর করেই, খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। তিনশ মাইল পরিধি নিয়ে এঁর সাম্রাজ্য—তার মধ্যে নেই কী ? সুনীল হ্রদ, সবুজ উপত্যকা, তুষার-আচ্ছন্ন গিরি-শৃঙ্গ, কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু এসব দেখতে আমাদের যাওয়া নয়, যেতে যেতে যদি এরা দৃষ্টির সীমানার মধ্যে দৈবাৎ এসে পড়ে, চোখ বুজে আমরা থাকব না অবশ্য। হ্যাঁ—অকুণ্ঠিত ভাবেই আমরা দেখে নেব। তবে কিনা, এসব উপলক্ষ মাত্র—আমাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে, পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সূর্যকে অভিনন্দিত করা অত্যন্ত প্রত্যুষে—তার আবির্ভাবের পূর্ব-মুহূর্তে। আমাদের, এবং আমাদের মতো সকলের। যারাই রিগিতে যায়, ওই মতলব নিয়েই যায়। অমন অপরূপ দৃশ্য নাকি আর হয় না।

রেলে করে, ঘোড়ায় চড়ে এবং পায়ে হেঁটে ওঠা যায় পাহাড়ে—যেমন যার অভিরুচি। ট্রেন-যাত্রা প্রথমেই বাতিল হল। রেলগাড়িতে চেপে যাওয়া কি আবার যাওয়া? তাকে অভিযান বলা চলে না কিছুতেই। জয়যাত্রা বলতেও তাকে বাধে।

অবশ্য ঘোড়ায় চেপে যেতে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। ঘোড়াদের ছিল কি না কে জানে। আমার বন্ধু কিন্তু প্রতিবাদ করলেন। পদব্রজে যাওয়াই সাব্যস্ত হল সর্ব-সম্মতিক্রমে; ঘোড়ার নিরপেক্ষতা, বন্ধুর স্বপক্ষে ভোট এবং আমার মৌনসম্মতিতেই পাশ হয়ে গেল প্রস্তাব।

ওয়াগিস গ্রাম হচ্ছে রিগির একেবারে পায়ের তলায়। একদা প্রাতঃকালে, আমি এবং আমার বন্ধু, সেই গ্রাম অভিমুখে পাড়ি দিলাম। লুগার্ন থেকে ওয়াগিস—খুব বেশি দূরে নয়।

প্রাতর্ভোজনটা সেখানেই সেরে, গ্রামের মায়া আমরা পরিত্যাগ করি। তারপর চড়াই শুরু হয় আমাদের। বেশ অবলীলাক্রমে উঠতে থাকি আমরা। এবং যতই উঠি ততই ভাল লাগে। নির্মেঘ আকাশ, নির্মল আবহাওয়া—ফুরফুরে বাতাস। পাহাড়ে ওঠা বেশ মজার ব্যাপারই বটে তো।

ক্রমশ বারোটা বাজে। মৃদুমন্দ পদক্ষেপেই আমরা চলি। এমন কিছু তাড়াও ছিল না। কেননা গাইড বুকে স্পষ্টই লিখে দিয়েছে, পাদপ্রদেশের ওয়াগিস্ থেকে চূড়ায় পৌঁছনো—প্রায়—সোয়া তিন ঘণ্টার মামলা। 'প্রায়' এই জন্যেই বলি যে, গাইড বুকের ব্যাপারে তত বেশি আস্থা নেই আমার। গাইড বুকের পাল্লায় পড়ে সে একবার আমরা ভারি ঠকেছিলাম। তবে বারংবারই যে আমাদের প্রতারিত করবে—আমাদেরই করবে—এ কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

তবু ধীরে-সুস্থেই আমরা চলি। সোয়া তিনের জায়গায় না হয় সাড়ে ছ-ঘণ্টাই লাগুক—এর বেশি তো নয়? তাহলেও সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাব আমরা।

একটা বাচ্চাকে পাক্‌ড়ে আমরা মুটের কাজে লাগাই। আমাদের হাতব্যাগ, ওভার কোট, টিফিনের বাক্স ইত্যাদি বয়ে নিয়ে যাবে সে। এবার বোঝা অনেকটা কম হয়, দেহের বোঝা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কিছুই বইতে হয় না আমাদের। হালকা ঘাড় এবং অপেক্ষাকৃত হালকা মন নিয়ে, পাহাড়ে ওঠার কাজে লাগা যায় অতঃপর।

চলতে চলতে মাঝে আমরা জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। গাছের ছায়া এবং নরম ঘাসের বিছানা পেলে বিশ্রাম করতে কার-না ইচ্ছা হয়? বিশেষ করে পাহাড়ে চড়ার মতো ফাঁকা ফুর্তির ফাঁকে ফাঁকে—বিনা পরিশ্রমের ব্যাপারে।

কিন্তু আমাদের বালক মুটেটি পাহাড়ে-যাত্রীদের এরকম ব্যবহারে অভ্যস্ত নয় বোঝা গেল। কেননা কয়েকবার কেবল আমরা এবংবিধ বিশ্রামের সুযোগ নিয়েছি তার মধ্যেই সে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে :

"আপনারা যে আমাকে ভাড়া করেছেন সে কি একবেলার কড়ারে, না, পুরো এক বছরের চুক্তিতে, ঠিক করে বলুন তো মশাই।"

"তোমার যদি তেমন তাড়াহুড়ো থাকে তুমি এগুতে পারো।" আমরা বলি : "আপত্তি নেই আমাদের।"

"না এমন কিছু তাড়া নেই—" সে উত্তর দেয় : "তবে কিনা ছেলেমানুষ থাকতে থাকতেই আমি চূড়ায় পৌঁছতে চাচ্ছিলাম।"

"তাহলে তুমি কেটে পড়তে পার এক্ষুনি।" আমরা সাফ জবাব দিয়ে দিই : "সোজা ছুট দাও লম্বা ! চূড়ায় পৌঁছে সবচেয়ে ওপরের হোটেলে আমাদের জিনিসপত্র সব রেখে দাওগে। আর হোটেলওয়ালাকেও বলে দিও যে আমরা এক্ষুনি এসে পড়লাম বলে।"

সে বলে : "বেশ, যদি পারি হোটেলের ব্যবস্থা করব এখন। কিন্তু হোটেল যদি সব ভর্তি হয়ে গিয়ে থাকে, জায়গা না-ই মেলে, তবে তাদের বলে দেব আরেকটা নতুন হোটেল তৈরি করার জন্যে। এবং খুব তাড়াও লাগিয়ে দেব কষে, তাও বলছি যাতে আপনারা এসে পৌঁছবার আগেই চুনকাম আর বালির কাজ সারা হয়ে যায়।"

এই বলে এবং বিদ্রূপাত্মক রূঢ় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেই দুর্বিনীত বালক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়।

আমরা উঠি তারপর। খানিক দূর এগিয়ে, একটা সরাইখানার মতো পাই। আবার বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করি। সেখানে, রুটি, পনির আর খানিকটা কাঁচা দুধ পানাহারের পর আবার আমাদের চলা শুরু হয়।

দেখতে দেখতে ছটা বেজে যায়।

একজন লোক হুড়মুড় করে নামছিল উতরাইয়ের পথে, অতিকষ্টে তাকে থামানো যায়। থামিয়ে জিজ্ঞাসা করি :

"তুমি বোধহয় চূড়া থেকেই আসছ ? না হে ?"

"হ্যাঁ। আর তোমরা ?"

"আমরা ? আমরা ওয়াগিস থেকে।"

"ওয়াগিস থেকে ! রওনা হয়েছ কতক্ষণ ?"

"কতক্ষণ ?" আমরা চিন্তা করি। সকাল থেকে, আমাদের পুরো দশ ঘণ্টাই হাঁটা হয়েছে এতক্ষণে, কিন্তু গাইড বুকের নির্দেশমতো, ভেবে দেখলে, প্রায় তিন ঘণ্টাই হওয়া উচিত। ধরতে গেলে, তার বেশি হওয়া উচিত নয় কিছুতেই। কেননা সওয়া তিন ঘণ্টা সময়ই হচ্ছে চূড়ায় পৌঁছবার চূড়ান্ত সীমা। সেখানে পৌঁছতে হলে সেই সীমা লঙ্ঘন করা অপরাধ। অতএব ভেবে-চিন্তে ন্যায্যমতোই বলি :

তাও বলছি যাতে আপনারা এসে পৌঁছবার আগেই
চুনকাম আর বালির কাজ সারা হয়ে যায়।

"কতক্ষণ আর। এই ঘণ্টা তিনেক।"

"তি-ন-ঘ-ণ্টা।" সে অবাক হয়ে যায়। "ওয়াগিস এই তো কাছেই! এক কদমের পথ! দু পা হাঁটলেই পৌঁছে যায়!"

"তা বটে! তবে তিন ঘণ্টাই বা এমন কি বেশি! দেখতে দেখতেই তো কেটে যায়।" সময়ের সপক্ষেও আমাদের ওকালতি করতে হয়।

"তোমরা তিন ঘণ্টায় এসেছ এই পথ!" তার বিস্ময় যেন ক্রমশই বাড়তে থাকে।

নিজেদের কীর্তিতে নিজেরাই গর্ববোধ করি: "তা, এলাম বই কি! একটু তাড়াতাড়িই হাঁটা হয়েছে। তা হোক গে— কিন্তু চূড়া কদ্দূর আর? প্রায় কাছাকাছিই এসে পড়েছি বোধহয়?"

"চূড়ার কাছাকাছি! হায় হায়, এখনও পাহাড়ে ওঠাই শুরু হয়নি তোমাদের! এসেছ তো এইটুকু!"

এরপর আর এক মুহূর্ত সে অপেক্ষা করে না। আবার দুদ্দাড় করে নামতে থাকে।

আমি বলি: "তাহলে আজকের রাতের মতো সেই সরাইখানাতে থাকলেই হত!"

"অগত্যা। এত হেঁটেও ওয়াগিসের এত কাছেই আছি—লোকটা বলে কী!" হ্যারিস বলে শুধু। "পাহাড়ের কাণ্ডই আলাদা!"

আমরা আবার ফিরে চলি সরাইখানায়। সেখানে আহারাদি সেরে, বিছানায় শুয়ে আমাদের প্রথম সংকল্পই হয়, কাল খুব ভোরে উঠতে হবে, উঠেই লক্ষ করতে হবে পৃথিবীর সেই অষ্টম আশ্চর্য—পার্বত্য সূর্যোদয়।

কিন্তু, সারাদিনের চলাফেরায় এমন পরিশ্রান্ত হতে হয়েছিল যে কোনখান দিয়ে কখন রাত কেটেছে টেরই পাইনি একেবারে। ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনেই যুগপৎ দৌড়ই জানালার দিকে। কিন্তু তখন বেশ বিলম্বই হয়ে গেছে, সূর্য প্রায় মাথার কাছাকাছি চলে এসেছেন। ঘড়িতে বেলা সাড়ে এগারোটা। এঃ, পাকা রাস্তার পাহারোলার মতোই ঘুমিয়েছি দেখছি।—যথাযথ সময়ে সূর্যের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না হওয়ায় বড়ো ক্ষোভ হয় মনে।

বারোটা বাজতে না বাজতেই আমরা বেরিয়ে পড়ি। নাঃ, যে করেই হোক আজই চূড়ায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। হ্যাঁ অদ্যই এর চূড়ান্ত করে ছাড়ব। লম্বা লম্বা পা ফেলে, আমরা এগোই।

কিন্তু দুশ গজ গিয়েই আবার আমাদের বিশ্রাম করতে হয়। সিগ্রেটটা ধরিয়ে বাঁ দিকে দৃকপাত করতেই দেখি, একটা কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া অলস মন্থরগমনে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে। উনিই যে পার্বত্য রেলগাড়ি বুঝতে দেরি হয় না। কনুইয়ে ভর দিয়ে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকি। এর আগে পাহাড়ে-ট্রেন আর কখনো দেখিনি আমরা। তাজ্জব লাগে, ডাকবাংলার ছাদের মতো ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে কী করে সটান্ উঠে যাচ্ছে অত বড় গাড়িটা ! আশ্চর্য!

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমরা বেশ খানিকটা ওপরে উঠি। হঠাৎ এই সময়ে এক ডজন পাহাড়ে ম্যাড়া এসে পড়ে, প্রায় আমাদের ঘাড়েই। মেষ-শাবকদের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে, আমাদের কান চমকে ওঠে। আকস্মিক সুর-তরঙ্গ ভেসে আসে কোত্থেকে : "লাল ... আই ... আই ...লাল্-লাল্-লাহী ...উ...উ...উ !"

রাখাল বালকের গলা। অদৃশ্য রহস্যময় উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত উল্লসিত ঝঙ্কার । এই সেই বিখ্যাত রাখালি গান, শহরে এবং সভ্যজগতে দুষ্প্রাপ্য, সাধারণত পার্বত্য বন বাদাড়েই পাওয়া যায় আজকাল, যার কথা আমরা শুনেছি দিদিমার কাছে, উচ্চ-প্রশংসা পড়েছি কাব্য-কাহিনীতে।

দেহ-মন রোমাঞ্চিত হয়। এক জায়গায় ছড়িয়ে বসে রাখাল-বালকের আগমনের আমরা অপেক্ষা করি। একটু পরেই সে আসে, বছর ষোলোর ছেলে—অনেকটা তার মেষ-শাবকদের মতোই লাফাতে ঝাঁপাতে। আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে তাকে একটা টাকা দিই এবং বলি আরও দু-একটা মিঠে রাখালি গাইতে। সেও গলা ছেড়ে রাখালি ধরে। আমরা শুনি। কান খাড়া করে শুনি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের উঠে পড়তে হয়। পা চালাতে শুরু করি আমরা। এবং সেও দয়াপরবশ হয়ে আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হয়।

মিনিট পনেরো পরে আরেক রাখালের আবির্ভাব । তাকে আমরা একটা আধুলি দিই—তার সুরলহরী চালিয়ে যাবার জন্য। তার সুরলহরী এবং পা। দুই-ই একসঙ্গে। সেও সৌজন্যভরে শীঘ্রই দূরীভূত হয়ে যায়।

তারপরে, ফি দশমিনিট অন্তরই আমরা রাখালের দেখা পেতে থাকি । রাখাল ও রাখালি একাধারে। ক্রমান্বয়ে একটার পর একটার অভ্যুদয় হতে থাকে। প্রথম যে আসে

তাকে দিই এক সিকি, দ্বিতীয়কে আনা দুয়েক, তৃতীয়কে একটা একানি, চতুর্থকে কেবল একমাত্র পয়সা। পাঁচ, ছ এবং সাত নম্বরকে একদম কিচ্ছু না—নীরবেই তাদের সংগীত সহ্য করি। কিন্তু তারপরে আর সহ্য হয় না, তারপরে, সন্ধে-নাগাদ, যারা আমাদের পথে পড়ে, তাদের সবাইকে বরাবর একটা করে আনি দিয়ে যাই—দয়া করে তাদের রাখালি স্থগিত রাখার জন্যে।

কাব্য-কাহিনীতে এদের সার্টিফিকেট দিয়েছে কেন ? লম্বা লম্বা সার্টিফিকেট এদের এবং এদের রাখালি গানের ? দিদিমারাই বা সব কেমনধারা লোক ? আশ্চর্য!

ছটা বেজে দশমিনিটে আমরা কাল্‌ট্‌বাদ স্টেশনে পৌঁছই। এক মুহূর্ত দেরি না করে সেখানকার সুপ্রশস্ত হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিই। তাড়াতাড়ি রাত্রের আহারাদি সেরে শুয়ে পড়ি, আর বিলম্ব করি না। এবার আর সূর্যোদয়কে ফস্‌কাতে দিচ্ছি না কিছুতেই। তা ছাড়া, সারাদিনের হাড়ভাঙা হাঁটুনির পর ঘুমোতে যা আরাম !

সকালে দুজনেরই একসঙ্গে ঘুম ভাঙে। দুজনেই লাফিয়ে বিছানা ছাড়ি—এক সঙ্গে দৌড় মারি জানালার দিকে। কিন্তু আবার সেই দুর্বিষহ দুঃখ—হতাশজনক হতাশা ! বিকেল সাড়ে তিনটা বেজে গেছে ইতিমধ্যেই।

খুব মর্মাহত হয়েই সাজসজ্জা করি। বেশি ঘুমিয়ে ফেলার জন্যে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করি আমরা। হ্যারিস বলে : "সেই মুটের বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে ভালো কর নি, তাকে সঙ্গে রাখাই উচিত ছিল আমাদের। সে থাকলে, সূর্যোদয়গুলো এভাবে হাতছাড়া হত না ! সেই আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিত সকালে।"

আমি গরম হয়ে উঠি :

কিন্তু তার ঘুম ভাঙাত কে শুনি ?

নিশ্চয়ই আমাদেরই একজনকে জেগে বসে থাকতে হত তাকে ঠেলে তুলবার জন্যে। নিজেদের সামলাতেই প্রাণ যাচ্ছে, তারপরে আবার একটা ছেলে সামলানো।—"

প্রাতরাশ শেষ করতে করতে বিকেল হয়। পেটে কিছু পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উৎসাহ বোধ করি। গাইড বুক পড়ে জানা যায়, চূড়ান্ত হোটেলে এরকম দুর্ঘটনা হবার আশঙ্কা নেই, সেখানে যাত্রীদের বরাতের ওপর ভরসা করে বসে থাকতে হয় না, এক জাতীয় পাহাড়ে শিঙা আছে, তাই বাজিয়ে সূর্যোদয়ের আগেই সবাইকে সতর্ক করে দেয়া হয়।

আর সেই শিঙার এমনি কর্ণভেদী আওয়াজ যে মড়া মানুষও লাফিয়ে উঠে বসে। চিরনিদ্রার বিলাসিতা ফেলে রেখে।

ঘুম ভাঙানোর এই সুব্যবস্থা ছাড়াও আরও একটা সান্ত্বনা ছিল। গাইড বুকে লেখে যে সেই সর্বোচ্চ চূড়ায় সাজসজ্জারও তেমন দরকার নেই, বিছানার লাল কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নাও আর রেড ইন্ডিয়ানের মতো বেগে বেরিয়ে পড়ো ! একেবারে সূর্যোদয়ের সামনা-সামনি ! ভাবতেও সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে ! কী চমৎকার দৃশ্য একখানা! প্রায় আড়াইশ লোক সবেগে বেরিয়ে পড়েছে, হু হু বইছে বাতাস, তাদের কেশদাম উড়ছে, আর লাল কম্বলগুলো লটপট করছে হাওয়ায়—এমন সময়ে তুষারশীর্ষ পর্বতপুঞ্জ বিদীর্ণ করে অদূরে জ্যোতির্ময় সূর্যোদয়! ভাবতেও আনন্দ ! একেবারে চিরস্মরণীয় ব্যাপার যাকে বলে !

দুঃখ অনেকটা কমে আসে এতক্ষণে। যাক, এ আমাদের দুর্ভাগ্য নয়, বরং সৌভাগ্যই যে অন্যান্য সূর্যোদয়গুলো আমরা হারিয়েছি ! কেননা, চূড়ান্ত লাভের কথা বিবেচনা করলে সূর্যোদয়ের এসব লোকসান লোকসানের মধ্যেই গণ্য হয় না ! এসব সূর্যোদয়-হানি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, এগুলো যে আমরা অনায়াসেই হারাতে পেরেছি এজন্য নিজেদের প্রতিই সকৃতজ্ঞ হই।

সওয়া চারটে না বাজতেই, আমরা বেরিয়ে পড়ি। গাইড বুকের মতে আমরা প্রায় সমস্ত পথটাই অতিক্রম করে এসেছি, এখান থেকে চূড়ায় পৌছনো আর মিনিট পনেরোর ধাক্কা মোটে। অতএব আশা করা যায়, ঘোরতর ভাবে পা চালিয়ে গেলে, ঘণ্টা তিন-চারের মধ্যে নির্ঘাৎ চূড়ায় পৌছতে পারব এবং পৌছব আজই; তাহলে কাল—কাল সকালে। সূর্য একেবারে আমাদের মুঠোর মধ্যে। একদম মুখোমুখি।

হ্যাঁ, সন্ধ্যার মুখেই আমরা রিগি-কাম্ হোটেলে পৌছে যাই। এইটিই রিগি-পাহাড়ের সর্বোচ্চবর্তী হোটেল। আমাদের বাচ্চা মুটের কৃপায় আগে থেকেই একটা ঘর ঠিক করা ছিল। হোটেলের মালিক এসে আমাদের অভ্যর্থনা করেন :

"এই যে ! এসে পৌছেছেন আপনারা। কদিন থেকেই আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছি। কোনো পথকষ্ট হয়নি তো ?"

"না, এমন আর কি।" হ্যারিস জবাব দ্যায়।

"হবার যো কি। আমাদের গাইড বুকে সব নির্দেশই দেয়া আছে, খোলাখুলিই দেয়া আছে, চমৎকার করেই দেয়া আছে। সবাই আমাদের গাইড বুকের প্রশংসা করেন। এই জন্যেই করেন।"

হ্যারিস এবার গুম হয়ে থাকে, কিছু বলে না।

আমি বলি—"যখন গাইড বুকের কথাই তুল্লেন তখন একটা কথা বলতে হয়। আপনার বইয়ে আছে ওয়াগিস থেকে রিগি-কাম্ পর্যন্ত পদব্রজে আসতে লাগে তিন ঘণ্টা আর পনেরো মিনিট— "

"হ্যাঁ, তিন ঘণ্টা পনেরো মিনিট ! কেন, কিছু কি ভুল আছে তাতে ?" "না ঠিকই হয়েছে, ভুল কিছু নয়। কেবল তিনটা দিন ফস্‌কে গেছে মাঝ থেকে।"

"ফস্‌কে গেছে কি রকম ?" হোটেলওয়ালা অবাক হয় : "কি বল্লেন ?"

"আজ্ঞে ওটা হবে তিন দিন তিন ঘণ্টা পনেরো মিনিট কিন্তু ছাপার ভুলে তিন দিনটা বাদ পড়ে গেছে—" আমি প্রাঞ্জল করে দিই, ছাপানোর সময় আপনার চোখ এড়িয়ে গেছ্‌ল বোধহয় ?"

হ্যাঁ, দ্বিতীয় সংস্করণে মনে করে ওটা শুধরে দিতে ভুলবেন না!" হ্যারিস বলে : "কারণ আমরা আবার তো আসতে পারি।"

হোটেলের মালিক সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়েন, গাইড বুকে ছাপার ভুল থাকা কিংবা পুনরায় আমাদের প্রত্যাগমন, কিসে যে ওঁর বিশ্বাস হয় না, বুঝতে পারি না।

আমরা পোশাক বদলে নৈশ আহার সমাধা করি। তারপর হোটেলের মধ্যেই ইতস্তত বেড়াতে বেরই। দু-দুটো প্রকাণ্ড ড্রইং রুম, তার একটার এক কোণে একটি স্টোভ জ্বলছিল। সেই স্টোভ ঘিরে মানুষের গাঁদি বেঁধে গেছে—তার দুর্ভেদ্য দেয়াল ফাঁক করে আগুনের কাছাকাছি এগুনো দুরাশা মাত্র। এদিকে যা দুর্দান্ত শীত। অগত্যা আমরা এধারে ওধারে পরিভ্রমণ করি—ঘোরা-ফেরায় যতটা দেহ গরম হয়। চারিদিকেই অসংখ্য লোক চুপচাপ বসে আছে, দেখতে পাই—হাস্যহীন, হতাশাব্যঞ্জক, মুহ্যমান আর কম্পিত কলেবর !

এসে কী বোকামিই না করেছে, এই বোধহয় ভাবছে বসে বসে।

আমাদের কিন্তু সূর্যোদয় দেখবার তাগাদা ছিল, তারই তাগিদে এখানে আসা—অতএব বিচরণ আর বেশি না করে, চটপটগিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিই। পাহাড়ের হাঁটুনির ঠেলায়

এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ঘুমের ঘোরে রাত্রে এপাশ ওপাশ পর্যন্ত করিনি; যে-কাতে শুয়েছিলাম, সেই কাতেই জাগলাম। জাগলাম অবশ্য রামশিঙার আওয়াজেই।

বলা বাহুল্য, আর এক মুহূর্ত সময়ও আমরা নষ্ট করি না। নষ্ট করার প্রয়োজনও ছিল না, কেননা সাজসজ্জার হাঙ্গামাই নেই। নামমাত্র পরিচ্ছদ পরে লাল কম্বলে দেহ জড়িয়ে সবেগে বেরিয়ে পড়ি, খালি মাথায়, সোঁ সোঁ বাতাসের মধ্যে। হুবহু রেড ইন্ডিয়ানদের মতোই।

হোটেলের কাছাকাছিই উঁচু একটা ফাঁসির মঞ্চ ছিল, আমাদের নজরে পড়ে। তার দিকেই আমরা ছুটি। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে একেবারে উঠি ওপরে গিয়ে— উঠে চতুর্দিকে দৃকপাৎ করি। সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত ধরণী— হু হু বাতাস বয়ে চলেছে চারধার দিয়ে এবং চুলের ভেতর দিয়ে এবং লটপট করছে লাল কম্বল ! ঠিক যেমন যেমনটি লেখা ছিল গাইড বুকে।

"অন্তত পনেরো মিনিট দেরি হয়ে গেছে !" হ্যারিসের কণ্ঠস্বর বিরক্তিপূর্ণ : "সূর্য বেশ খানিকটা উঠে পড়েছে আকাশে।"

"যাকতাতে আর কি ! তবু এ দৃশ্য চমৎকার ! অবিস্মরণীয় !" আমি বলি : "সূর্যটা যদ্দুর ওঠে, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত।"

এই অপূর্ব, এই অভূতপূর্ব, এই অপরূপ দৃশ্যের সম্মুখে আমরা একেবারে আত্মহারা তখন। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা নিষ্পলক, নির্বাক, আমাদের নিশ্বাস পড়ছে কি না সন্দেহ ।

এই মহিমময় সৌন্দর্যের সুধা যেন নিঃশব্দে পান করছি আমরা।

"আরে, আরে—এ যে ডুবে যাচ্ছে যে !"

সত্যিই তো ! তাহলে, তাহলে—সকালের শিঙার বাদ্য নিশ্চয়ই আমরা শুনতে পাইনি, সারাদিনটাও নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছি, এ তো ভারি বিস্ময়ের ব্যাপার । আমরা বিমূঢ় হয়ে যাই।

হ্যারিস বলে—তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই বলে :

"ওহে দ্যাখো দ্যাখো। সূর্য নয়—আমরাই একটা দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছি। এই উঁচু ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে, বোকার মতো কম্বল জড়িয়ে গায়ে সন্ধ্যাবেলা দেখতে এসেছি সূর্যোদয়! আর দ্যাখো ওই নীচে আড়াইশ লোক সান্ধ্য পোশাকে সেজেগুজে বেরিয়েছে

হাওয়া খেতে। আর কী হাসিটাই না হাসছে তারা। একটা ছোট মেয়ে তো হেসে কুটি কুটি হয়ে গড়িয়ে পড়ছে! ছ্যা। তোমার মতো আহাম্মক আর আমি দেখিনি এর আগে। তোমাকে গাধা বল্লে গাধাদের অপমান করা হয়। সত্যি !"

"কেন, আমি কী করেছি ?" গরম হয়ে উঠি আমিও।

"তুমি কী করেছ ! সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় ঘুমিয়ে উঠেছ সূর্যোদয় দেখতে—এই করেছ তুমি !"

"আর নিজে এর চেয়ে বেশি কী করেছ শুনি? মুরগির ডাকের সঙ্গে ওঠাই ছিল আমার চিরকালের বদভ্যাস—কিন্তু যেদিন থেকে তোমার পাল্লায় পড়েছি, তোমার মতো হাঁদার পাল্লায়—"

দম নিয়ে বাক্যটাকে আমি খতম্ করি :

"সেদিন থেকে সমস্তই আমার বিগড়ে গেছে। বেবাক বিগড়েছে।"

"অ্যাঁ? কি বলছ? তুমি উঠতে মুরগির ডাকে? বটে! মুরগিরা তাহলে সেদিন উঠত না! কিন্তু না, কি আর বলব তোমায়, আসলে লজ্জাই নেই তোমার। নইলে, কেবলমাত্র কম্বল গায়ে জড়িয়ে, এই চল্লিশ ফুট উঁচু ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে, রাজ্যের লোকের সামনে গরম মেজাজ দেখাও!"

"আর তুমি কী অন্যরকম মেজাজটা দেখাচ্ছ শুনি—"

আমাদের কলহও চলতে থাকে, এদিকে সূর্য অস্ত গিয়ে, অন্ধকারও বেশ ঘন হয়ে আসে। আমরা পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে সেই উঁচু পাথরের পাদপীঠ বেয়ে নামি। প্রাণ হাতে করেই নামতে হয়, ফাঁসির মঞ্চ থেকে পা ফস্‌কে ফেঁসে যেতে কতক্ষণ ? হোটেলে ফিরেই, আমরা শিঙেওয়ালাকে খুঁজে বার করি। সে জানায়, সকালে সে যথারীতিই শিঙে ফুঁকেছে, হ্যাঁ, বেশ মনে আছে তার, সে-বিষয়ে ভুল হয়নি আদপেই। এখন একটু আগে সন্ধ্যার শিঙেই ফুঁকেছিল, তাতে যে দৈবাৎ আমাদের ঘুম ভাঙাতে পেরেছে, অন্তত সূর্যাস্তের দৃশ্যটাও আমাদের খোয়া যায়নি তার জন্যেই উলটে সে বকশিশ দাবি করে বসে।

তাকে বকশিশ দিতে হয়। তারপরে সে ক্ষতিপূরণের আর্জি জানায়। তার শিঙার আওয়াজে সকালে উঠলে তো সূর্যোদয় দেখানোর বকশিশটাও পেত সে—আমরা অবলীলায় ঘুমিয়ে থেকে তাকে বঞ্চিত করেছি, বেচারাকে; আমরাই এজন্যে দায়ী।

লোকটা কথা রেখেছিল এবং প্রাণপণ চেষ্টাতেও
আমাদের কান ফাটাতে পারেনি।

যুক্তির জোর আছে ওর, স্বীকার করতে হয়। ক্ষতিপূরণও পুষিয়ে দিতে হয় আমাদের। যা করা দস্তুর যেখানে।

তারপরে, আমরা হালকা পকেট এবং ভারী মন নিয়ে বিষণ্ণবদনে সোজা বিছানায় গিয়ে সটান হই।

রামশিঙেওয়ালা জানিয়ে গেছ্ল যে পরদিন ভোরে, অন্ধকার থাকতে থাকতেই যেমন করেই হোক, আমাদের কানের কাছাকাছি এসেই সে শিঙে বাজাবে। এজন্যে অবিশ্যি ডবল বকশিশ দিতে হবে তাকে—এবং—যদি তার কসরতের ফলে আমাদের কানের পর্দা ফেটে যায়, আমরা কালা হয়ে যাই জন্মের মতো, তার জন্য কিন্তু দায়ী করা চলবে না তাকে।

আমরা তাতেই রাজি হয়েছিলুম। যে মূল্যেই হোক, পার্বত্য সূর্যোদয় দেখে জীবন সার্থক করতেই হবে আমাদের, তাতে কান যাক আর থাকুক ! কানই কি আর প্রাণই কি ! আগে সূর্য, না, আগে কান ? সূর্যোদয়ের কাছে সবকিছু তুচ্ছ !

লোকটা কথা রেখেছিল। এবং এও বলা দরকার, প্রাণপণ চেষ্টাতেও আমাদের কান ফাটাতে পারেনি।

আওয়াজ পৌঁছতেই আমরা লাফিয়ে উঠে বসি। তৎক্ষণাৎ বকশিশ দিয়ে ফেলে ওর বাদ্য থামাই। কানের কাছ থেকে বিদায় করি আগে।

তখনও ভোর হয়নি। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার বাইরে। ঘরের মধ্যেও। রামশিঙেওয়ালা তার শিঙের সমভিব্যাহারে যে লণ্ঠনকে আনুষঙ্গিক করে এনেছিল, তাকে সঙ্গে করেই নিয়ে গেছে। চারধার হাতড়ে দেশলাইটাকে খুঁজে বার করি, মোমবাতি জ্বালাই তারপর।

কী ঠান্ডা তার ওপরে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে, কোনোরকমে কোটের বোতামগুলো আঁটি। হাত ঠক্‌ঠক করছে, দাঁত খটখটি লাগিয়েছে—আর পা ? প্রতি মুহূর্তেই তার অধঃপতনের আশঙ্কা। কায়ক্লেশে পদস্খলন সামলাই।

এমন সময়, ইউরোপে, এশিয়ায়, আমেরিকায়, সর্বত্রই, লোকে আরামে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে, কারও পার্বত্য সূর্যোদয় দেখবার কোনো গরজ নেই, আর আমাদের বরাতে এ কী দুর্ভোগ বলো দেখি ! সূর্যের ব্যবহারেও ভারি বিরক্ত হই। এত ভোরে, এমন ঠান্ডার মধ্যে, না উঠলেই কি তার চলত না ? দুপুর বেলায় উঠতেই এমন কি বাধা ছিল ?

হ্যারিস ততক্ষণে জানালার কাছে গিয়ে, পর্দা তুলে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে : "বা, একেই বলে বরাত । বাইরেও বেরুতে হবে না আমাদের। ওই যে পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে, স্পষ্টই এখান থেকেই দেখা যাবে সূর্যোদয় ।"

সুখবর সন্দেহ নেই, এই হাড়-ভাঙা শীতে, বাইরে বেরুতে হলেই হয়েছিল । তার ওপরে যদি কনকনে বরফি হাওয়ার ঝটকার মধ্যে সেই ফাঁসির মঞ্চে উঠে সূর্যোদয় দেখতে হত তবে তো কথাই ছিল না ! হাড় কখানা এই পাহাড়েই রেখে যেতে হত নির্ঘাত। কুলপি বরফই হয়ে যেতাম কিনা কে জানে !

দস্তুরমতো পোশাক এঁটে, কম্বল জড়িয়ে পুনশ্চ—জানালার হাতায় গিয়ে উঠে বসি আমরা! সিগ্রেট ধরিয়ে নিই। রিগির সূর্যোদয় একটা উপভোগ্য বস্তু—আরাম করেই দেখতে হবে তাকে।

দিকচক্রবাল পরিষ্কার হয়, প্রত্যুষের ছটা ছড়িয়ে পড়তে থাকে, আস্তে আস্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আকাশ ! দূরের বরফাচ্ছন্ন পর্বত শিখরগুলিও, প্রভাতের আলোকে, সজাগ হয়ে ওঠে। কিন্তু ওই পর্যন্তই—সূর্যের ওঠবার নামটিও দেখা যায় না।

"এই সূর্যোদয়-ব্যাপারটার কোথাও গলদ আছে দেখছি—" আমি সন্দেহ প্রকাশ করি, "কোনোখানে গোল বেধেছে বোধহয় ! এ যে হতেই চায় না একেবারে । কী হয়েছে বলো দেখি?"

"আমিও বুঝতে পারছি না ! পরিষ্কার আকাশ, বেশ ফরসাও হয়ে এসেছে, দূরে কোথাও আগুন লাগলে যেমন হয় তেমনি আলোও দেখা যাচ্ছে—অথচ সূর্যের পাত্তা নেই ! আশ্চর্য !"

"সূর্যোদয়ের এমন ব্যবহার এর আগে আমি দেখিনি । তোমার কি মনে হয় যে হোটেলের মালিকরা ফাঁকি দিচ্ছে আমাদের ? চালাকি খেলছে আমাদের সঙ্গে ? উঠতে দিচ্ছে না সূর্যকে?"

"পাগল । তা কখনো করতে পারে ? এই সূর্যই হল ওদের সম্পত্তি, ওদের মূলধন—এই খাটিয়েই ওদের ব্যাবসা ! তবে অস্থাবর সম্পত্তি এই যা—"

"তাও তো বটে ! আর তা ছাড়া, সূর্যের উপস্বত্বই ওরা ভোগ করে, জমিদারির আয়েই কেবল ওদের অধিকার, এর ম্যানেজমেন্টে তো কোনো হাত নেই ওদের, তুমি বলছ ! তবে—তাহলে—"

হ্যারিস বলে : "জমিদারির চালচলন যদি উপর্যুপরি দিনকতক এই রকম হয় তাহলেই আর দেখতে শুনতে হবে না, এত বড়ো হোটেলের দফা রফা। আর ব্যাবসা করে খেতে হবে না ওদের।"

"তা তো হল—" আমি বলি: "কিন্তু এত বেলা হয়ে গেল, সূর্য ওঠে না কেন—"

"হয়েছে, হয়েছে। ধরতে পেরেছি—" হ্যারিস হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে।

"কাল যেখানে সূর্য অস্ত গেছ্‌ল, সেই দিকেই যে চেয়ে আছি আমরা।"

"তাই তো বটে। এর আগে তোমার মাথায় এটা খেয়াল হয়নি? হায় হায়, আরেকটা সূর্যোদয়ও আমরা ফস্‌কালুম। খুব ভোরে উঠেও। ছ্যা!"

"দোষ তো তোমার।" হ্যারিস ওঠে খাপ্পা হয়ে :

"জানালায় বসে দিব্যি আরামে সিগ্রেট টানা হচ্ছে বাবুর! যেন ওঁর খাতিরে সূর্য পশ্চিম দিকেই উঠে পড়বেন।"

আরেক প্রস্থ ঝগড়ার উপক্রম দেখা দ্যায়। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি—"চলো, চলো, এখনও বোধহয় খুব বেশি দেরি হয়নি। সূর্যোদয়ের খানিকটা এখনও দেখতে পাওয়া যেতে পারে গেলে।"

দুজনেই আমরা ছুটে বেরিয়ে পড়ি। সোজা সূর্যোদয় দেখবার মাঠের দিকে, এক মুহূর্ত আর দাঁড়াই না।

কিন্তু বেশ দেরি হয়ে গেছে এর মধ্যেই। সমস্ত লোক তখন ফিরে আসছে প্রদর্শনী-ক্ষেত্র থেকে, সূর্যের এগ্‌জিবিশন ততক্ষণে শেষ।

ভদ্রলোক উঠে পড়েছেন বেশ অনেকখানি উচ্চাকাশে। আমাদের অপেক্ষা না করেই।

কাঁপতে কাঁপতে ফিরছে সবাই, একজনের মুখেও হাসি নেই। এমন যে একটা অপূর্ব দৃশ্য একটু আগেই প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে ওদের জীবনে, তার জন্য বিন্দুমাত্র ধন্যবাদের চিহ্ন নেই ওদের বদনমণ্ডলে।

তখনও কয়েকজন লোক টিকে ছিল প্রদর্শনী ক্ষেত্রে! শীতের ধাক্কায়, তারা বোধহয় চলৎশক্তি-রহিত। কেউ বা কুঁজো হয়েছে, কুঁকড়ে গেছে কেউ বা। ওদেরই মধ্যে কেউ কেউ, কম্পান্বিত কলেবরে, কাছাকাছি একটা প্রস্তর-ফলকে, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সেটা কম নয় নেহাত, ছোট্ট একটা বাটালি দিয়ে, নিজেদের নাম খোদাই করছে। তাদের অমরত্বের

আকাঙ্ক্ষা। রিগির গায়ে নিজেদের স্মৃতিচিহ্ন দেগে রেখে যেতে চায়—রেগে মেগে কিনা কে জানে।

এহেন মর্মভেদী দৃশ্য আমি জীবনে আর দেখিনি।

মার্ক টোয়েন- র একটি গল্পের অনুসরণে।

অবিশ্রাম চিকিৎসা

রেলগাড়ির কামরায়, ক্রোভিসের একেবারে সামনের র‍্যাকে মুখোমুখিই, ছিল প্রকাণ্ড এক ট্র্যাভেলিং ব্যাগ, তাতে খুব সযত্নে মার্কামারা এই কথাগুলি : "জে. পি. হাড্‌ল, দি ওয়ারেন, টিল্‌ফিল্ড—গ্লোবরোর সন্নিকটে।"

র‍্যাকের অব্যবহিত নীচেই বসেছিলেন উক্ত লেবেলের জীবন্ত সংস্করণ—মূর্তিমান জে. পি. হাড্‌ল স্বয়ং। ভদ্রলোক যেমন বিপুল, তেমনি কিংবা তার চেয়েও বেশি পরিপাটি। হ্যাঁ, নিখুঁত রকমের পরিপাটি। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে আদবকায়দায় এমন কি কথায় বার্তায় পর্যন্ত পারিপাট্য অত্যন্ত স্পষ্ট আর মুখর। এতখানি মুখর যে তাঁর প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপ করলেই, তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হওয়া যায়।

"কেন যে ঠিক বুঝতে পারিনে—" বন্ধুকে তিনি বলছিলেন—"খুব বেশি তো বয়স হয়নি—কত আর ? চল্লিশ ছাড়িয়েছি মাত্র, কিন্তু মনে হয় এর মধ্যেই যেন প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছি ! আমার বোনেরও তাই। একই মনের অবস্থা ! বুড়ো মানুষদের মতোই বাঁধাধরার বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছি আমরা। প্রত্যেকটি জিনিস আমরা ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে ঠিকঠাক পেতে চাই—একচুলের এদিক ওদিক হওয়া আমাদের অসহ্য। সব কিছু সাজানো গোছানো, সময়মতো, আর সঠিক না হলেই আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। কেন এমন বল তো ?"

"তুমি কি মাথার গোলযোগ আন্দাজ করছ নাকি ?" প্রত্যুত্তরে বন্ধুর পালটা প্রশ্ন হয়।

প্রাতঃকালে জে. পি. হাড্‌ল ব্যস্ত হয়ে ঢুকলেন
তাঁর বোনের ঘরে।

হাড্‌ল বলেই চলেন : "এই যেমন ধরো, একটা সামান্য দৃষ্টান্তই দিচ্ছি। আমাদের বাড়ির বাগানে একটা তেঁতুল গাছে, বছরের পর বছর একটা চড়ুই পাখি বাসা বেঁধে এসেছে, এবারে— কেন যে তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, চড়ুইটা তেঁতুল গাছ ছেড়ে, বাগানের দেয়ালে, আইভি-লতার মধ্যে তার বাসা বানিয়েছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে বোনের সঙ্গে আমার প্রকাশ্যে কোনো আলোচনা হয়নি, তবে, এও ঠিক, যে আমরা দুজনেই মনে মনে ভারি বিচলিত হয়েছি এই ব্যাপারে। কী দরকার ছিল চড়ুইটার হঠাৎ বাসা বদলাবার ?"

"খুব সম্ভব—" বন্ধু বলেন, "ও একটা আলাদা চড়ুই। একেবারে স্বতন্ত্র।"

"আমাদেরও তাই সন্দেহ।" বলেন জে. পি. হাড্‌ল। "এবং তাইতেই আমাদের ভারি খারাপ লাগছে আরও ! আমাদের এই বয়সে চড়ুইয়ের অভাবিত পরিবর্তন আর পোষায় না, নিত্যনতুন চড়ুইয়ের প্রাদুর্ভাবও আমরা পছন্দ করতে পারিনে ! আর তা ছাড়া তারা যে আজ এখানে কাল সেখানে এইভাবে বাসা বদলে বেড়াবে তাও আমাদের বাঞ্ছনীয় নয়। এখন এ-সবই তো নিশ্চয় বার্ধক্যের লক্ষণ—নিশ্চিত রূপেই ? অথচ, আমাদের বয়স কতই বা আর ?"

বন্ধু বলেন—"তোমাদের ব্যায়রাম বুঝেছি ! ও সারানোর উপায় হচ্ছে অবিশ্রাম চিকিৎসা।"

"অবিশ্রাম চিকিৎসা ! সে আবার কী ! এ রকম কথা তো শুনিনি কখনো।"

"বিশ্রাম-চিকিৎসা শুনেছ তো ? যেসব লোক খুব বেশি খাটুনি আর অশান্তির চাপে ভেঙে পড়ে তাদের কেবলমাত্র বিশ্রামের ব্যবস্থা দিয়েই সারানো হয় ? তোমাদের ঠিক তার বিপরীত। অত্যধিক শান্তি আর বিনা-খাট্‌নিতেই তোমরা কাহিল হয়ে পড়েছ, তোমাদের চিকিৎসাও হবে তাই উলটো রকমের।"

"কিন্তু এ-চিকিৎসা হয় কোথায় ? কোথায় যেতে টেতে হবে আমাদের এজন্য ?"

"আপাতত কোথাও হয় কিনা জানিনে। তবে এক কাজ করতে পারো, কোনো দলাদলির মধ্যে ভিড়ে গিয়ে, কাউন্সিল নির্বাচনে নেমে পড়তে পারো। তাহলেও দিনকতক একমুহূর্তের জন্য বিশ্রাম থাকবে না আর বিরক্তির চরম সীমায় উঠতে পারবে। তখন— হ্যাঁ, তখনই এই অকাল বার্ধক্যের হাত থেকে তোমাদের আরোগ্যের আশা।"

জে. পি. হাড্‌ল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন—"না, তবে আর হয়ে উঠবে না। বাড়ি চড়াও হয়ে যে বড়ো রকমের অশান্তি কিছু আসবে ও ভরসা আমাদের নেই, আর, বাহির থেকে

যে অশান্তিকে ডেকে আনব, এই বয়সে, আর এহেন মনের অবস্থায়, তাও অসম্ভব। তাহলে দেখছি—"

কথোপকথনের ঠিক এই মুহূর্তে, একটি স্টেশন এসে মাঝখানে পড়ে। ক্লোভিসকে উঠতে হয়, কৌতূহল দমন করে—অনিচ্ছাসত্ত্বেই। কামরা ছেড়ে নামবার আগে জামার হাতায় সে লিখে নেয় পেনসিল দিয়ে : "জে. পি. হাড্‌ল, দি ওয়ারেন, টিল্‌ফিল্ড—গ্লোবরোর সন্নিকটে।"

এর দুদিন পরে, প্রাতঃকালে, জে. পি. হাড্‌ল ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকলেন তাঁর বোনের ঘরে। তাঁর বোন, কুমারী হাড্‌ল, তখন সোফায় এলিয়ে "কান্ট্রি লাইফ" কাগজখানা পাঠে নিযুক্ত। সেইদিন, সেই সময় এবং সেই স্থান হচ্ছে তাঁর "কান্ট্রি লাইফ" পড়ার জন্য সুনির্দিষ্ট—সপ্তাহের সেই বারের সকালটিতে, এমন কি, সেই সোফায় সেইভাবে হেলান দিয়ে, চিরদিন ধরে তিনি পড়ে আসছেন সেই চিরন্তন কাগজখানা, একদিনের জন্যও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এবং একদিনের জন্যেও তাঁর ভাই, শ্রীযুক্ত জে. পি. হাড্‌ল, সে সময়ে সেখানে, এভাবে অনধিকার প্রবেশ করেননি, এ রকম ব্যস্তসমস্ত হয়ে তো নয়ই।

কিন্তু তাঁর ভায়ের হাতে ছিল একখানা টেলিগ্রাম। এবং টেলিগ্রাম সে বাড়িতে একটা বিশৃঙ্খল ব্যাপার বলেই গণ্য।

টেলিগ্রাম সে বাড়িতে আসে না কখনো। সেখানকার স্বচ্ছন্দ গতানুগতিকতার মধ্যে টেলিগ্রামের আবির্ভাব একেবারেই অপ্রত্যাশিত আর বেখাপ্পা।

এবং তারের খবরটাও অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই : তার মর্ম :

"বিশপ কোনো গুরুতর কাজে যাচ্ছেন আপনাদের গ্রামে। আপনার বাড়িই তিনি আতিথ্য স্বীকার করবেন, তাঁর সেক্রেটারি পৌঁছবেন আগেই। অনুরূপ ব্যবস্থা করুন।"

"বিশপকে আমি চিনিও না ভালো করে। কেবল একবার—" আস্তে আস্তে বলেন জে. পি. হাড্‌ল—"বহুদিন আগে শহরে কোথায় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—এক মিনিটের বেশি না ! একবার মাত্র !"

অচেনা বিশপদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য তাঁর অনুশোচনা হয় এখন। আলাপ করা একেবারেই সমীচীন হয় নি—এক মিনিটের জন্যেও না; সেই অর্বাচীনের মতো কাজের জন্য এখন তাঁর পস্তানি হতে থাকে। তিনি ঘোরতর অনুতপ্ত হন !

"তাহলে খাওয়ানোর কী ব্যবস্থা করা যায় ?—" বোন বলেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, তাঁর ভাইয়ের মতো, তিনিও খুব সাদরে গ্রহণ করতে পারেননি, কিন্তু তথাপি, মাতৃজাতিসুলভ প্রবৃত্তি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দ্যায়, যে, যতই অবাঞ্ছনীয় হোক, বজ্রাঘাতদের একেবারে না খাইয়ে ঠাহাক্কা রাখা চলে না।

"হাঁসের কারিই করা হোক তবে আজ ।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন কুমারী হাড্‌ল।

আজ হাঁসের কারি হবার তারিখ ছিল না, আজকের বারে, চিরদিন ওঁরা নিরামিষ ভোজন করেই এসেছেন, কিন্তু ওই বাদামি রঙের কাগজখানা তাঁদের সমস্ত চিরাচরিত প্রথার অন্যথা করবার জন্যেই যেন সদ্য আবির্ভূত হয়েছে। কী আর করা ? ভাইয়েরও দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। আনুষঙ্গিক ভাবে।

জনৈক ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, ঝি এসে খবরটা জানায়। "সেই সেক্রেটারি!" হাড্‌লদের অর্ধস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারিত হয় যুগপৎ।

আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত কেতাদুরস্ত এক নব্য যুবক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। চেনা চেনা মুখ, কোথায় যেন, দেখেছেন মনে হতে থাকে জে. পি. হাড্‌লের।

"আপনিই বিশপের সেক্রেটারি বুঝি ?" জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

"হ্যাঁ, তাঁর মিলিটারি সেক্রেটারি।"

বিশপ তো গীর্জা-সংক্রান্ত ব্যাপার, পাদ্রী জাতীয় লোক—না হয় ওই শ্রেণীর মধ্যে একটু উচ্চপদস্থই হবেন, এই রকমই একটা ধারণা ছিল হাড্‌লদের—চিরকেলে ধারণা ! তাঁদের আবার মিলিটারি সেক্রেটারি থাকে নাকি । অবাক হয়ে ভাবেন, ভাই বোন দুজনেই, এ আবার কী কাণ্ড ? যুদ্ধটুদ্ধের সঙ্গে যোগাযোগ আছে নাকি বিশপদের ? এমন তো শুনি নি কখনো । তাজ্জব লাগে হাড্‌লদের। বদ্ধ মূল ধারণা সব টলতে থাকে।

নব্য যুবক বলেন : আপনারা আমাকে স্ট্যানিস্‌লস বলেই ডাক্‌বেন। ওই আমার ডাকনাম। ভালোনামের দরকার নেই। বিশপ আর কর্নেল য়্যাল্‌বার্টি এই এসে পড়লেন বলে !"

"হ্যাঁ, ভালো কথা, আমাকে এই অঞ্চলের একটা ম্যাপ দিতে পারেন ? বেশ বড়ো ম্যাপ ?"

পাওয়া মাত্রই, স্ট্যানিস্‌লস, ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়েন একান্ত মনোযোগে।

আগাগোড়া সমস্তই ভারি রহস্যময় ঠেকে হাড্‌লদের কাছে। অত্যন্ত একটা অশান্তি তাদের অভ্যন্তরে ধাক্কা মারতে থাকে। এমন সময়ে আরেকটা টেলিগ্রাম এসে হাজির হয়।

টেলিগ্রামের ঠিকানায় লেখা :

'প্রিন্স স্ট্যানিস্‌লস, কেয়ার অফ হাড্‌ল, দি ওয়ারেন—ইত্যাদি !"

খবরটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্ট্যানিস্‌লস ব্যক্ত করেন : "বিশপ এবং য়্যাল্‌বার্টি বিকালের আগে এসে পৌঁছতে পারবেন না।"

এই বলেই আবার তিনি ম্যাপের মধ্যে তলিয়ে যান।

সেদিন মধ্যাহ্নভোজে হাঁসের কারিই হয়। স্ট্যানিস্‌লস আহারে যথেষ্টই উৎসাহ দেখান বটে, কিন্তু কথাবার্তায় তাঁর তেমন স্পৃহা দেখা যায় না। কিরকম যেন অদ্ভুত চালচলন ভদ্রলোকের। মুখ মোছার পর, কুমারী হাড্‌লকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই ম্যাপখানাকে একমাত্র সঙ্গী করে সেই যে তিনি লাইব্রেরি ঘরে ঢুকেছেন, এদিকে বিকেল গড়িয়ে গেল, তাঁর আর বেরিয়ে আসার নামটি নেই। অথচ চা—চা-পানের সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। হাড্‌লরা অস্থির হয়ে ওঠেন। ভদ্রলোক চায়ে এসে যোগ দেবেন কি না, জানবার জন্য, অগত্যা হাড্‌লকেই মরিয়া হয়ে অগ্রসর হতে হয়।

হল্‌ ঘরেই স্ট্যানিস্‌লসের সাক্ষাৎ পান। বিশপ কখন আসবেন জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

"বিশপ ? তিনি লাইব্রেরিতে রয়েছেন য়্যাল্‌বার্টির সঙ্গে।" উত্তর আসে।

"আমাকে বলেননি কেন এতক্ষণ ? তিনি যে এসেছেন জানিই নে আমি !" হাড্‌ল বলেন সবিস্ময়ে।

"তিনি যে এখানে এসেছেন কেউ তা জানে না। যত চুপচাপ আমরা কাজ সারতে পারি ততই ভালো। এবং তিনি বলে দিয়েছেন কেউ যেন লাইব্রেরিতে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত না করে। এই তাঁর হুকুম।"

"কী ব্যাপার আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে, মশাই—" হাড্‌ল বেশ বিচলিত হয়ে ওঠেন ? "এই য়্যাল্‌বার্টিই বা কে ? তাছাড়া বিশপ কি চা খাবেন না আমাদের সঙ্গে ?"

"বিশপ এসেছেন রক্তের পিপাসায়, চায়ের তৃষ্ণা নেই তাঁর !"

"রক্ত ।" হাড্‌লের দম আটকে আসে—"রক্ত কেন ?"

এ যে বজ্রঘাতের ওপর বজ্রাঘাত ।

"আজকের রাত্রি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় রাত্রি—" স্ট্যানিস্‌লস জানায়—"এ অঞ্চলের যাবতীয় ইহুদিকে আমরা হত্যা করব আজ।"

"ইহুদি-হত্যা ।" এবার ভারি বিরক্ত হন হাড্‌ল, "তুমি কি বলতে চাও যে তাদের বিরুদ্ধে সবাই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে এধারে ?"

"না, এ শুধু বিশপের নিজের খেয়াল। কর্নেল আর উনি দুজনে মিলে তারই সব প্ল্যান আঁটছেন এখন।"

"কিন্তু—বিশপ । বিশপ এমন সদাশয় হৃদয়গ্রাহী ভদ্রলোক !"

"সেই কারণেই তো এই কাজের প্রতিক্রিয়া হবে আরও জোরালো। কী ভয়ানক হৈ চৈ হবে ভেবে দেখুন দেখি !"

এটা অবিশ্যি হাড্‌ল ভেবে উঠতে পারেন। কাল সকালে, কেবল তাঁর পাড়াতেই নয়, সমস্ত পৃথিবীময়ই ভীষণ শোরগোল পড়ে যাবে, এ নিঃসন্দেহ।

"ফাঁসি হয়ে যাবে বিশপের !" দৃঢ়তার সঙ্গেই তিনি ব্যক্ত করে ফেলেন।

"একটা মোটর অপেক্ষা করছে সদরে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পৌঁছে দেবে সমুদ্রতীরে। সেখানে একটা স্টিমার তৈরি রয়েছে—তাঁকে নিয়ে উধাও হবে নিরুদ্দেশে।"

"কিন্তু সারা আশপাশ খুঁজলেও গোটা ত্রিশেক ইহুদিও পাওয়া যাবে না এধারে—" হাড্‌ল বলেন।

"ছাবিবশ জনের নাম আছে আমাদের তালিকায়—" হাতের কাগজপত্রে নজর দিয়ে স্ট্যানিস্‌লস জানায়—"এই-ই যথেষ্ট। এদের সব কটাকেই সুচারুরূপে আমরা সমাধা করতে পারব ।"

"সার লিয়ন বারবেরির মতো লোককেও কি তোমরা হত্যা করবে নাকি ?—" কম্পিত কণ্ঠে হাড্‌ল বলেন—"তাঁর মতো অমন লোক আর হয় না। এ অঞ্চলে সবাই ওঁকে শ্রদ্ধা করি আমরা।"

"হ্যাঁ, তাঁরও নাম আছে তালিকার তলায় !" অবহেলাভরেই উত্তর হয় স্ট্যানিস্‌লসের।

"কী সর্বনাশ—কী সর্বনাশ !—"

"ভাববেন না, এখানকার কোনো লোকের, আপনাদের কারও সাহায্যের দরকার হবে না আমাদের। নিজেদের বিশ্বাসী লোক আমরা নিয়ে এসেছি। তাছাড়া বয়স্কাউটরাও আমাদের সহায়তা করছে—"

"বয়স্কাউট !"

"হ্যাঁ, যখনি তাঁরা টের পেল যে সত্যিকারের খুনোখুনি হবে, আমাদেরকেও ছাপিয়ে উঠল তাদের উৎসাহ।"

"বিংশ শতাব্দীর কলঙ্ক বলেই গণ্য হবে এই কাণ্ড !"

"এবং আপনার বাড়িই হবে গৌরব-স্তম্ভ ! আপনি কি আন্দাজ করতে পেরেছেন যে ইউরোপ আর আমেরিকার অর্ধেক কাগজে আপনার বাড়ির ছবি ছাপা হয়ে যাবে কাল। সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও। কী রকম খ্যাতিটা হবে ভেবে দেখুন একবার। হ্যাঁ, ভালো কথা, লাইব্রেরি ঘরে আপনার ও আপনার বোনের খানকয় ফোটোগ্রাফ পেলুম, ইতিমধ্যেই সেগুলো আমি রয়টারের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি, কিছু মনে করবেন না আশা করি। আর সেই সঙ্গে, আপনাদের এই সিঁড়িটার একটা নকশাও—বেশির ভাগ হত্যাকাণ্ড এই সিঁড়ির ওপরেই হবে কিনা !"

নানাবিধ ভাব আর ভাবনা একসঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে ঢুকতে চায় হাড্‌লের মাথায়—তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হয় না সহজে। অনেকক্ষণ পরে, আত্মসংবরণ করে তিনি বলেন :

"একটাও ইহুদি নেই আমার বাড়িতে।"

"এখন নেই বটে।" স্ট্যানিস্‌লসের রহস্যময় হাসি।

"এক্ষুনি যাচ্ছি আমি পুলিশে।" হাড্‌ল চেঁচিয়ে ওঠেন অকস্মাৎ।

"আপনার বাড়ির পেছনেই ওই যে ঝোপ দেখছেন—"

স্ট্যানিস্‌লস ইঙ্গিত করে—"ওর আড়ালে লুকিয়ে আছে জন দশেক লোক। তাদের ঢালাও হুকুম দেয়া আছে যে, যে ব্যক্তিই এ বাড়ি থেকে বেরুবে তাকেই গুলি করবে তৎক্ষণাৎ। আরেকদল সশস্ত্র লোক লুকিয়ে আছে সদর গেটের সামনেই। আর বয়স্কাউটরা রয়েছে আশে-পাশে।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন জে. পি. হাড্‌ল। স্ট্যানিস্‌লস যেন দরকারি কোনো পরামর্শ নিতেই, লাইব্রেরি ঘরে অন্তর্হিত হন।

এমন সময়ে মোটরের হর্নের উল্লাসকর ধ্বনি ভেসে আসে বাহির থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে প্রবেশ করেন, আর কেউ না, স্বয়ং স্যার লিয়ন বারবেরি।

তন্দ্রাচ্ছন্নতা থেকে যেন জেগে ওঠেন জে. পি. হাড্‌ল। তিনি চোখ কচলে নেন ভালো করে।

"তোমার টেলিগ্রাম পেলাম।" বারবেরি বলেন, "ব্যাপার কী বলো তো ?"

টেলিগ্রাম ? টেলিগ্রামের দিনই যেন পড়েছে আজ ! টেলিগ্রামে টেলিগ্রামে ছয়লাপ !

হাড্‌লের বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখে বাদামি কাগজটি বিস্তৃত হয় : "অবিলম্বে চলে আসুন। বিশেষ জরুরি। জেমস হাড্‌ল।"— এই হচ্ছে টেলিগ্রামের বক্তব্য।

"বুঝতে পারছি সব !" কম্পিত বিচলিত কণ্ঠে বলে ওঠেন জে. পি. হাড্‌ল্। দারুণ দুর্ভাবিত দৃষ্টিতে একবার তাকান সেই ঝোপের দিকে, আরেকবার, তাঁর লাইব্রেরি ঘরের উদ্দেশে। তারপর বিস্মিত বারবেরিকে, আর বাক্যব্যয়ের অবকাশ মাত্র না দিয়ে, টানাটানি করে নিয়ে চলেন ওপরে।

স্যার লিয়ন বারবেরি এভাবে অভ্যর্থনা পেতে অভ্যস্ত নন, তিনি আপত্তি করেন, কিন্তু হাড্‌ল তাঁকে থামিয়ে দ্যান—"চুপ ! ভারি বিপদ !"

তথাপি বারবেরি প্রতিবাদ করেন, এমন কি, হাড্‌লের প্রাণান্ত আকর্ষণের সম্মুখেও অটল থাকতেই তিনি সচেষ্ট হন।

"বলছি সব। চলে আসুন ওপরে। এই সিঁড়ি— সিঁড়িতেই সর্বনাশ! এক এক লাফে তিন তিনটে টপকে আসুন। তাড়াতাড়ি।"

বারবেরি এত লাফালাফিতেও নারাজ। তিনি চলেন বটে, কিন্তু ভারি সংকোচে, কেমন কুণ্ঠিত হয়ে। মূল্যবান মুহূর্ত সব অবহেলায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, এবং অন্য উপায় আর না দেখে, অগত্যা, বলিষ্ঠ জে. পি. হাড্‌ল, পাঁজাকোলা করেই বারবেরিকে ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হন। এবং তার পর মুহূর্তেই, বাড়ির সবাই সেইখানে জমায়েত হয়—সেই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এইজন্যে, যে, সিঁড়ি ছাড়িয়ে হত্যাকাণ্ড যে দোতলা অবধি উঠতে পারে, এমন আভাস এ পর্যন্ত দ্যাননি স্ট্যানিস্‌লস। হ্যাঁ এখনও পর্যন্ত দ্যান নি—তবে দিতে কতক্ষণ, ভগবানই জানেন। বাড়ির কারও আর কিছু জানতে বাকি থাকে না। এবং সবাই কাঁপতে থাকে সভয়ে।

কুমারী হাড্‌লের চড়াৎ করে মাথা ধরে যায় হঠাৎ—যদিও আজকে তাঁর মাথা ধরবার দিন ছিল না। কিন্তু চারিদিকের ঘটনা গতিতে, তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারেন না, অসময়োচিত শিরঃপীড়ার হাতে আত্মসমর্পণ করেন।

সামনে দরজার কলিং বেল বাজে। স্ট্যানিস্‌লস গিয়ে দরজা খুলে দ্যান, হাড্‌ল এবং আর সবাই ওপর থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে দ্যাখে।

প্রবেশ করেন মিস্টার পল্‌ আইজাক— স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার। স্ট্যানিস্‌লস তাঁকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে বসায় ভেতরে ড্রইং রুমে— বলি দেবার আগে পাঁঠার সংবর্ধনা যেমন।

আইজাকের হাতেও একখানা বাদামি রঙের কাগজ দেখা যায়।

বুঝতে দেরি হয় না হাড্‌লের। ছাবিবশজনকেই, তাঁর নাম করে টেলিগ্রামে ডাকা হয়েছে, একে একে তারা আসবে, অভ্যর্থিত হবে ড্রইং রুমে এবং তারপরে এক এক করে হাড্‌লের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অছিলায় তাদের নিয়ে যাওয়া হবে দোতলায়— নাম-মাত্র দোতলায় ! আসলে, সিঁড়ির ওপরেই তাদের নিকেশ করা হবে সবাইকে।

এতগুলো হত্যাকাণ্ড তাঁর বাড়িতে ! তাঁরই সিঁড়ির ওপরে। নাঃ, একেবারেই ভালো লাগে না হাড্‌লের। তিনি সবেগে নীচে নেমে আসেন। বোধহয় বিশপকে বকে দেয়ার জন্যেই ।

আসামাত্রই স্ট্যানিস্‌লস জানায় : "বাহিরে দেখে এলাম, এইমাত্রই বয়স্কউটরা ইহুদি ভেবে ভুল করে আপনাদের গ্রামের পিয়নটাকে গুলি করে মেরেছে। চিঠি দিতে আসছিল বেচারা ! আপনাদের বাড়ির চিঠি ছিল তার হাতে, এই নিন।"

বাড়ির ঝি ডুকরে কেঁদে ওঠে শুনেই—পিয়নের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা হয়েছিল।

ঝির আকস্মিক তারস্বরে জে. পি. হাড্‌ল বাধা দ্যান : "চেঁচিয়ো না, লক্ষ্মীটি। বাড়ির গিন্নির মাথা ধরেছে মনে রেখো।"

কুমারী হাড্‌লের মাথাধরা তখন বেড়ে গেছে বেজায় রকম। এরকম মাথা জীবনে আর কখনো ধরেনি তাঁর।

স্ট্যানিস্‌লস ক্ষণেকের জন্য লাইব্রেরি ঘরে যান, তক্ষুনি বেরিয়ে আসেন আবার। হাড্‌লকে ডেকে তিনি বলেন :

অগত্যা, জে. পি. হাড্‌ল পাঁজাকোলা করেই বারবেরিকে
ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হন।

"আপনার বোনের মাথা ধরেছে জেনে বিশপ ভারি দুঃখিত হলেন। বেশি গোলমাল যাতে না হয়, যতখানি নিঃশব্দে কাজ সারা যায় তাই করবার জন্যেই তিনি হুকুম দিয়েছেন। আমিও বাইরে গিয়ে জানিয়ে দিচ্ছি সবাইকে। বন্দুক কি রিভল্‌ভার ব্যবহার করতে বারণ করে দিচ্ছি, ঠান্ডা তরোয়ালেই চমৎকার কাজ হাসিল হবে। এবং সিঁড়ির ওপরের প্রোগ্রামটাও বাতিল করা হল। নিমন্ত্রিত হয়ে যাঁরা আসছেন, তাঁদের বাড়িতে ঢোকবার মুখেই, গেটের কাছে, আশে পাশে ঝোপেঝাড়েই খতম করা হবে যদ্দুর সম্ভব।"

"আর—আর—পল্ আইজাক ? তাঁকে আপনারা রেহাই দিলেন তাহলে ?"

"তাঁর জন্যে ভাববেন না। ড্রইংরুমেই তাঁকে গলা টিপে মারা হয়েছে। আমি একাই সারলাম ! কি করব ? নিঃশব্দেই সারলাম !—টু-শব্দও তাঁকে করতে দেয়া হয়নি !"

"ধন্য—ধন্যবাদ—।"

"হ্যাঁ, ভদ্রতা রক্ষা করে যে ঐতিহাসিক কীর্তিস্থাপন করা যায় না এ কথা বিশ্বাস করি না আমরা। যাই, বিশপের হুকুমটা জানিয়ে আসি সবাইকে।"

স্ট্যানিস্‌লস সেই যে বেরিয়ে যায়, তারপর তার টুপি দেখা যায় না আর। বহুক্ষণ পরে, হাড্‌ল, কম্পিত পদে এগিয়ে ড্রইংরুমের ভেতরে উঁকি মারেন, চেয়ারের হাতলে লুটিয়ে পড়েছে আইজাকের টাকালো মাথা; তিনি মৃত, কিংবা, নিদ্রায় হতচেতন বোঝা যায় না।

লাইব্রেরির ঘরের দিকে পা বাড়াতে সাহস হয় না হাড্‌লের।

সারারাত কারও চোখের পাতা বোজে না, সার লিয়নেরও না। বাড়ির আশপাশ যেখান থেকেই যেমনি খুট করে একটু আওয়াজ আসে, অমনি একটি ইহুদি-হানির বার্তা এসে পৌঁছয় তাঁদের কানে। সমস্ত রাত বিনিদ্রই কেটে যায় তাঁদের।

অবশেষে সেই পরদিন সাতটায়, সকালের ডাক নিয়ে আসে পিয়ন—সেই পিয়ন, যার এতক্ষণ পরলোকেই ঘোরাফেরা করবার কথা।

এবং সেই পিয়নকে জেরা করেই ক্রমশ তাঁরা আশেপাশের সমস্ত সংবাদ অবগত হন। ঝোপঝাড়, বাড়ির সামনের ও পেছনের যাবতীয় সংবাদ। সংবাদ ঠিক আশানুরূপ হয় না, দ্বিতীয় আরেকদফা তাঁরা আশ্চর্য হন।

যাই হোক, বিংশ শতাব্দী যে এখনও পর্যন্ত অকলঙ্কিতই রয়ে গেছে এইটুকু কেবল জানা যায়।

এদিকে, রেলগাড়ির একটা কামরায় বসে, ক্লোভিস আপন মনেই কী যেন ভাবে আর হাসে। অযাচিত ভাবে এ হেন অবিশ্রাম চিকিৎসার জন্য হাড্‌লরা যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করবে এ কথা ঘুণাক্ষরেও তার সন্দেহ হয় না।

হেক্‌টর মন্‌রো-র একটি গল্পের অনুসরণে।

পেট কামড়ানোর ধাক্কা

কাফিখানায় বসে কাফি খাচ্ছে, এমন সময়ে, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ পেটটা কেমন যেন মুচড়ে উঠল জিন্‌জারের। সঙ্গে সঙ্গে জিন্‌জার এমন সব হাস্যকর আওয়াজ শুরু করে দিল যে কাফিখানার আর সবাই বিচলিত হয়ে উঠল তার আর্তনাদে।

"কী, হল কী ?" দোকানের মালিক জিজ্ঞাসা করে ঝুঁকে পড়ে।

"বিষম লেগেছে।" বলে ওঠে স্যাম্।

"তুমি—তুমি একটা মিথ্যুক—মিথ্যেবাদী—!" গোঙাতে গোঙাতে জিন্‌জার বলে।

"তাহলে কী হয়েছে, শুনি ?" কাফিখানার মালিক জিজ্ঞেস করে তাকে।

জিন্‌জার মাথা নাড়ে—"বলতে পারিনে—" ক্ষীণস্বরে সে জবাব দ্যায়—"বোধ-হয় কাফির দোষে—"

"বাইরে।" দোকানের মালিক আর বেশি শুনতে চায় না : "বেরিয়ে যাও। শুনতে পাচ্ছ বলছি কি ? সোজা বাইরে।"

জিন্‌জার বেরিয়ে যায়। স্যাম্ তাকে ধরে একদিকে, অন্যদিকে পিটার তার ঝুঁকি নেয়, এবং পেছন থেকে কাফিখানার মালিক ঠেলা দিতে থাকেন! এইভাবে, বন্ধুদের কাঁধে আর কাফিওয়ালার পৃষ্ঠপোষকতার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে জিন্‌জার কোনো গতিকে ফুটপাথের ধারে এসে দাঁড়ায়। ওর গোঙানি শুনলে বুক ফেটে যায়। এমন সব গালাগাল ওর মুখ দিয়ে বেরতে থাকে যে, তার সামনে তিষ্ঠনো দায়; লজ্জায় স্যাম্ আর পিটারের

কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে। তারা ধরাধরি করে ট্রামগাড়িতে তুলে দ্যায় তাকে, কিন্তু দু-মিনিট যেতে না যেতেই, কন্ডাকটার এবং যাত্রীরা সবাই মিলে আবার ধরাধরি করে তাকে নামিয়ে দিয়ে যায় ফুটপাথেই।

"কী করা যাবে এখন ?" স্যাম্ বলে।

"ডাস্টবিনে ওকে বসিয়ে রেখে চলো চলে যাই আমরা।" নির্দয়ের মতোই পিটার উত্তর দ্যায়।

"আমি কী করব—আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তুবড়ি গিলে ফেলেছি—উঃ ।" জিন্‌জার বলে।

"পেট কামড়ানি ধরেছে।" স্যাম্ বলে। "তাছাড়া আর কী ।"

"উঃ—কী রকম যে করছে পেটের মধ্যে—ওরে বাবারে । মাগো, গেলাম ।" জিন্‌জারের চিৎকারের বহর ছোটে।

"তোমার কি কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে ?" জিজ্ঞাসা করে পিটার।

তার জবাবে জিন্‌জার গালাগালির তুবড়ি ছুটিয়ে দ্যায়—

"বুঝেছি, বুঝেছি, বলতে হবে না আর।" বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে পিটার—"একটা সোজাসুজি কথার সহজ ভদ্রভাবে জবাব দিতে জান না ?"

পিটার বিরক্ত হয়ে, জিন্‌জারকে স্যামের ঘাড়ে ছেড়ে, নিজে এগিয়ে চলে আগে আগে। আর স্যাম্ টেনে নিয়ে চলে জিন্‌জারকে। বহুত কষ্টে-সৃষ্টে। জিন্‌জারের চেঁচামেচিতে বেশ ভিড় জমে যায়। জনতার একজন উপদেশ দ্যায় জিন্‌জারকে পা আকাশে তুলে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে, তাতেই নাকি পেট কামড়ানো সারে। জিন্‌জার কেবল তাকে মারতে বাকি রাখে।

এমন সময়ে, এক ট্যাক্সিওয়ালা ওই পথে যেতে যেতে, কৌতূহল দমন করতে না পেরে গাড়ি থামিয়ে উঁকি মারে। জিন্‌জার রাস্তায় যা কাণ্ড শুরু করেছিল তাতে হয়তো এতক্ষণে তাকে থানাতেই রপ্তানি করে দিত, কিন্তু হঠাৎ ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে, সবাই মিলে তাকে তুলে ধরে ট্যাক্সিতেই বসিয়ে দ্যায়। ট্যাক্সিতে জিন্‌জার স্যামের কোলের ওপরই চেপে বসে, একটা হাতে জড়িয়ে ধরে পিটারকে এবং একটা পা বার করে দ্যায় জানালা গলিয়ে। স্যাম্ ঈষৎ আপত্তি করে, বলে গদির ওপরে বাবু হয়ে ভদ্রভাবে বসলেই ভালো হয় নাকি ? কিন্তু তার জবাবে জিন্‌জার স্যামের চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করতে শুরু

স্যাম্ তাকে ধরে একদিকে, অন্যদিকে পিটার তার ঝুঁকি নেয়
এবং পেছন থেকে কাফিখানার মালিক ঠেলা দিতে থাকেন ।

করে দ্যায়। এবং অন্য হাতে স্যামের গলা জড়িয়ে ধরে। বেশ নিবিড় ভাবে। বেশি কথা বললে গলা টিপে ধরবে এও জানিয়ে রাখে।

এমন যন্ত্রণাদায়ক ট্যাক্সি চড়া আর হতে পারে না—বিশেষ করে স্যামের পক্ষে। জিন্‌জার একটানা আর্তনাদ করে চলে, যখন আর্তনাদ করে না তখন বাপান্ত করে।—স্যাম্ আর পিটারের, কাফিখানার মালিকের এবং ট্যাক্সিওয়ালার। কাউকে রেহাই দ্যায় না। এমন কি, একটা ছেলে, পাশ দিয়ে সাইকেলে যাবার মুখে, ওর পা ধরে হ্যাঁচকা এক টান মেরেছিল তাকেও রেয়াত করে না।

এইভাবে তারা বাড়ি পৌছয়। জিন্‌জারের তখনও পর্যন্ত কিন্তু অজ্ঞান হবার নাম নেই, জ্ঞান তার বেশ টনটনে। স্যাম্ বা ট্যাক্সিওয়ালা, কিছুতেই, তার ট্রাউজারের পকেট থেকে ভাড়ার পয়সা বের করতে পারে না। অগত্যা, স্যামকেই নিজের গাঁট থেকে গুণোগার দিতে হয় ট্যাক্সিভাড়া। দুজনে মিলে, মারধোর খেয়ে, কোনোরকমে ওর জামা জুতো খুলে ওকে তো শুইয়ে দ্যায় বিছানায়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে জিন্‌জার গালাগালির চূড়ান্ত করতে থাকে।

"দেখেছ, ওর মুখের রং কী রকম কালো হয়ে উঠেছে, দেখেছ।" স্যাম্ বলে পিটারকে।

"হ্যাঁ, কী রকম যেন।" পিটার ঘাড় নাড়ে।

"এই রকমই হয়—শেষ হবার আগে।" স্যাম্ বলে চাপা গলায়। ওর নিজের ধারণা যে যথেষ্ট চাপা গলাতেই বলা হয়েছে।

জিন্‌জার কিন্তু তড়াক্ করে উঠে বসে বিছানায়, ওর চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসে :

"শেষ। কী শেষ?" সে বলে।

"শুয়ে থাকো চুপটি করে—জিন্‌জার।" স্যাম্ বলে গদ গদ কণ্ঠে : "শুয়ে শুয়ে ভগবানের নাম করো ভাই! ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন—।"

"কী করেন—কী করবেন?" জিন্‌জার চেঁচিয়ে ওঠে : "কী করবার আছে ভগবানের?"

"আমরা তো যথাসাধ্য তোমাকে আরাম দেয়ার চেষ্টাই করছি—" স্যাম বলে :

"তা সত্ত্বেও যদি তুমি মারা যাও আমাদের আর দোষ কী বলো?"

"মারা যাই !" অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে জিন্‌জার। "মারা যাচ্ছি না আমি কিছুতেই ! কিছুতেই না।"

"না, না, মারা যাবে কেন ?" স্যাম্ বলে : "তবু—"

"তবু কী ?" জিন্‌জার কটমট করে তাকায় স্যামের দিকে।

"মন্দ কথা কি মুখে আনতে আছে ?" বলতে ইতস্তত করে স্যাম্।

"মানে, ধরো যদি—" পিটারও সেই অনিবার্য উপসংহারের কথা মুখে আনতে পারে না।

জিন্‌জার বেচারি করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে আর জামার হাতায় কপালের ঘাম মোছে। তারপর সে নীরবে শুয়ে পড়ে। এমন কি পিটার রাসেট, যখন পায়ের তলায় বসতে গিয়ে, ওর পায়ের ওপরই বসে পড়ে তখনও সে একটি টু শব্দও করে না। কী যেন সে ভাবে মনে মনে। মুখ বিকৃত করে ভাবে।

আধঘণ্টা সে চুপচাপ শুয়ে থাকে, তারপরে—তখনও সে জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে দেখে, ধীরে ধীরে তার উৎসাহ ফিরে আসে। প্রথমেই সে স্যাম্‌কে জিজ্ঞাসা করে যে, যে-পাইপ দশ বচ্ছর আগেই নর্দমায় ফেলে দেয়া উচিত ছিল সেই নোংরা পাইপে রুগ্‌ণ বন্ধুর ঘরে ধূমপান করা কি তার ঠিক হচ্ছে ? এবং পিটারকে অনুরোধ জানায় পিঠ ঘুরিয়ে বসতে, কেন না, তার মতে, পেছন দিক থেকেই তাকে দেখায় ভালো। এই ভাবে সে একটানা বকে চলে, স্যাম্ আর পিটারের কান ঝালাপালা হয়ে যায়। এমন সময়ে সেই পেট কামড়ানোটা আবার দেখা দ্যায়, জিন্‌জার যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে। এমন দারুণ যন্ত্রণা যে জিন্‌জার তার বর্ণনা করতে পারে না, এমন কি, একটা কথাও বলতে দ্যায় না তাকে, বাধ্য হয়ে, স্যাম্ আর পিটারের সম্বন্ধে বাদবাকি সব মন্তব্য তাকে আপাতত উহ্য রাখতে হয়।

"সহ্য করো। সইতে শেখো জিন্‌জার !" বলে পিটার।

"সেই সব মহাত্মা যাঁরা তোমার চেয়েও দুঃসহ কষ্ট ভোগ করে গেছেন জীবনে, তাঁদের কথা চিন্তা করো।" বলে স্যাম্।

"এবং সহ্য করো নীরবে। মুখটি বুজে।" বলে পিটার।

"এবং হাসিমুখে।" সঙ্গে সঙ্গে স্যাম্ কোটেশান তুলে দ্যায় : "সাহসের দৃপ্ত হাসি ছিল তাদের মুখে।"

"য়্যাঁ, য়্যাঁ, ও কি হচ্ছে ও ? বিছানা ছেড়ে উঠছ কেন আবার ?"

"দেখতে পাবে এক্ষুনি, হাতের নাগালে একবার পাই তোমাদের।" রাগে ফেটে পড়ে জিন্‌জার।

কিন্তু স্যামের কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই সেই পেট কামড়ানোর ধাক্কা আসে, খাটের খুঁটির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয় জিন্‌জারকে। ধাক্কাটা কেটে গেলে, সুড় সুড় করে, বিছানার মধ্যে গিয়ে সেঁধোয় সে। বার চারেক মুখ খারাপ করে, তারপরে—যেখানে স্যাম্ নেই সেই দিকে তাকিয়ে, কোমল কণ্ঠে বলে, একটা ডাক্তার ডেকে আনবার জন্য।

"কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয় না ?" বলে স্যাম্।

"না, হয় না।" সে একেবারে অবুঝ । "এক্ষুনি আমি চাই ডাক্তার।" জিন্‌জার, পুনরায় হিংস্র হয়ে ওঠে।

স্যাম্ আর পিটার পরস্পরের দিকে তাকায়, এবং বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে।—রাত নটা তো বেজে গেছে এবং তারা নিজেরাও কম পরিশ্রান্ত হয়নি। এবং ডাক্তাররাও সব খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে নিশ্চয়; ঘুম মারছে এতক্ষণ । এবং কোথায় যে ডাক্তারদের আড্ডা তাও তাদের জানা নেই। এবং ডাক্তার এসেই যে জিন্‌জারের এই অবস্থায় কিছু সুবিধা করতে পারবে তাদের মনে হয় না।

তবু তারা টুপি মাথায় দ্যায়। এবং বেরিয়ে যায় গজরাতে গজরাতে।

তারা অধোবদনে রাস্তা চলে, যেন ফুটপাতেই ডাক্তাররা অপেক্ষা করে বসে আছে তাদের জন্য। খুঁটিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে।

হঠাৎ স্যাম্ ঘুরে দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে পিটারকে—"যাচ্ছি কোথায় আমরা ?"

"হোয়াইট চ্যাপেল রোডে আছে একজন।" জবাব দেয় পিটার।

"অদ্দুর । এধারেই কাছাকাছি কেউ নেই কি ? নিশ্চয় আছে—" বলে স্যাম্—"কোথাও ঢুকে কাউকে জিগেস করা যাক।"

সন্নিকটের একটা কাফিখানায় তারা ঢুকে পড়ে। তত রাত্রে সেখানে আরেকটি মাত্র লোক ছিল, দোকানের মালিক বাদে। এক দীর্ঘকায় তরুণ যুবক, গায়ে কালো কোট। গলায় কলার আর নেকটাই। সুতীক্ষ্ণ চোখ। ভদ্রলোক বসে বসে গোঁফে তা দিতে দিতে ছড়ির ডগা দিয়ে বুটের গায়ে ঠোক্কর দিচ্ছিলেন, যেন তিনিই সেখানকার হর্তাকর্তা। স্যাম্ এবং পিটার তাঁকে দর্শনমাত্রই বুঝেছিল যে প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক তিনি একজন;অত্যন্ত

দৈবক্রমেই তাঁর পদার্পণ হয়েছে সেই নগণ্য কাফিখানায়। ডাক্তারের ব্যাপারে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা চলে কি না দুজনে ফিসফিস করে আলোচনা চালায়। তাদের ফিসফাস একটু উচ্চকণ্ঠেই চলে থাকবে নিশ্চয়, কেননা, ইতিমধ্যে সেই ভদ্রলোক, তাঁর কাফির পেয়ালা নিঃশেষ করে তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করেন।

"কী খুঁজছ তোমরা ?" তিনি বলেন, "ডাক্তার ?"

স্যাম্ বলে—"হ্যাঁ।"

পিটার ঘাড় নেড়ে সায় দ্যায়।

স্যাম্ জিন্‌জারের ব্যারামের যাবতীয় বৃত্তান্ত জানায়, সে-সম্বন্ধে তার নিজের মন্তব্যও যোগ করতে কসুর করে না। শুনতে শুনতে মৃদুমধুর হাস্যে ভরে ওঠে ভদ্রলোকের মুখ।

"আশ্চর্য যে আমাকেই তোমরা বলছ !" বলেন ভদ্রলোক। "আশ্চর্য !"

স্যাম্ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে।

"আমি নিজেই একজন ডাক্তার।" ভদ্রলোক বলেন—"ডা. ব্রাউন।"

"আশ্চর্য বরাত !" বলে পিটার : "আমরা ভেবেছিলাম যে কতই না হেঁটে মরতে হবে আমাদের।"

ডাক্তার ঘাড় নাড়তে থাকেন।

"দুঃখের বিষয় আমি তোমাদের কোনোই কাজে লাগব না !" বলেন তিনি।

"কেন—কেন ?" স্যাম্ অবাক হয়ে তাকায় : "আপনি ডাক্তার তো ? তবে ?"

"ভয়ানক বেশি ভিজিট আমার !" ডাক্তার বলেন, "বুঝতে পারছ ? ওয়েস্ট এন্ডে আমার প্র্যাকটিস। এক পাউন্ডের কমে কোনো রুগিকে দেখবার নিয়ম নেই আমাদের।"

তিনি, পুনরায় ঘাড় নাড়েন এবং বিষণ্ণবদনে তাকিয়ে থাকেন তাদের দিকে। তাঁর মুখে করুণ হাস্য।

স্যাম্ এবং পিটার বিস্ময়ে ও হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

"এধারে একটু বেড়াতেই এসেছিলাম"— তিনি বলেন, "তারপর এই কাফিখানাটা দেখে এক পেয়ালা—"

"প্রত্যেক—ভিজিটে—এক—পাউন্ড ?" বলে ওঠে পিটার : "শুনছ স্যাম্ ? বি-শ শি—লিং !"

স্যাম্ শুধু তার দিকে তাকায়, অনেকক্ষণ বাদে সে ঘাড় নাড়তে পারে। অনেকক্ষণ পরে সে ঘাড় নেড়ে সায় দ্যায়।

"খুব বেশি মনে হয় বটে", ডাক্তার বলে, "কিন্তু খতিয়ে দেখলে গোড়াতেই বড় ডাক্তার ডাকা সস্তাই গিয়ে দাঁড়ায় শেষটা।"

"কিন্তু রুগি যদি মারা যায়—" বলে পিটার।

"ভালো ডাক্তারের হাতে রুগি মরে না। আমার রুগিরা কেউ অক্কা পায় না কখনো।" তিনি বলেন : "সস্তা ডাক্তারদের হাতেই কেবল রুগিরা খোয়া যায়।"

"আচ্ছা, জিন্‌জারের এই অবস্থায়—" স্যাম্ শুরু করে আবার; রোগের যাবতীয় বৃত্তান্তময় জিন্‌জারের নিজের নানাবিধ অভিমত, সে সম্বন্ধে; সমস্ত নিঃশেষে জানিয়ে জিজ্ঞাসা করে :

"এ অবস্থায় কী খাওয়া উচিত জিন্‌জারের। কোনো পেটেন্ট ওষুধ—?"

"না দেখে আমি কিছু বল্‌তে পারি না।" বলেন ডাক্তার।

"মোটমাট কত লাগবে তাকে দেখতে ?" স্যাম্ বলে।

"দেখবার আর আছে কী ?" পিটার বলে। "জড়ো হয়ে পড়ে কিছু আছে। দেখবার তেমন নেই।"

ডাক্তার হাসে, তারপরে ঘাড় নাড়ে।

"কত লাগা উচিত আমি জানিনে।" বলেন তিনি, "তবে তোমরা যদি এটা গোপন রাখো আর কাউকে না জানাও যে আমি বলেছি— এই ধরো যে, আমি ডাক্তার— তাহলে দু শিলিং ভিজিটে যেতেও আমি কিছু মনে করব না।"

"জিন্‌জার কি ফাঁস করবে বলে তোমার মনে হয় ?" পিটার বলে।

"ধারণা হয় না।" বলে স্যাম্। "তার জন্যেই এত কাণ্ড। আর সেই বেফাঁস করবে? বিশ্বাস হয় না আমার। তাকে বাঁচানোর জন্যেই তো এত চেষ্টা আমাদের।"

তারপরে তারা তিনজনেই বেরিয়ে পড়ে কাফিখানা থেকে। ডাক্তারের দাম জানবার পর জিন্‌জারের অবস্থাটা কেমন হবে সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চলে—স্যাম্ আর পিটার।

জিন্‌জারের বাড়ি পৌঁছে তারা পা টিপে টিপে ওপরে ওঠে। এখানে কারও নজরে পড়ে ডাক্তারের সেটা ইচ্ছা নয়।

ঘরে ঢুকেই তারা দেখতে পায় জিন্‌জার উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়, হাত পা, চারিধারে, যতদূর সম্ভব সুবিস্তৃত করে। এবং আপন মনেই সে আর্তনাদ করছে। অকাতরেই।

পদশব্দ কানে যাওয়া মাত্রই জিন্‌জারের আওয়াজ বেরয় : "বাববাঃ, এতক্ষণ করছিলে কী তোমরা ? পঞ্চশটা ডাক্তার ডাকা যায় এতক্ষণে।"

"খুব ভালো ডাক্তার এনেছি জিন্‌জার" জবাব দ্যায় স্যাম্ : "শহরের সেরা ডাক্তারদের একজন।"

"কুড়িটা সাধারণ ডাক্তারের সমান ভিজিট ।" বলে পিটার।

"য়্যাঁ ?" উপুড় অবস্থা থেকে জিন্‌জার এক চোটে একেবারে সোজা হয়ে আসে। "কী বল্লে ?" তার কণ্ঠে ক্রোধ আর বিস্ময় প্রকাশ পায়।

ডাক্তার একটু হাসেন শুধু, তারপরে চেয়ারটাকে বিছানার কাছে টেনে নিয়ে বসেন, পর মুহূর্তেই চেয়ারটাকে সযত্নে সরিয়ে রেখে বিছানাতেই বসে পড়েন।

"দেখি তোমার জিভ দেখি।" তিনি বলেন।

জিন্‌জার জিভ বের করে, কিন্তু তক্ষুনি আবার ভেতরে পুরে, এই কুড়ি শিলিং-এর ব্যাপারে তার মতামত একটু পরেই ব্যক্ত করবে, এই কথা স্যাম্‌কে জানায়।

"এর চেয়েও খারাপ জিভ আমি দেখেছি।" ডাক্তার বলেন : "হুম্— একবার।"

"সে কি মারা গেছ্‌ল ?" জিজ্ঞাসা করে জিন্‌জার।

"ও কথা ভাবছ কেন ?" বলেন ডাক্তার।

"ওই কথাই আমি ভাবছি।" জিন্‌জার বলে চাঁছাছোলা গলায়।

"না, মরেনি।" ডাক্তার বলেন, "আমাকে তারা শেষ মুহূর্তেই ডেকেছিল, তবু সারা রাত্রির চেষ্টায়, তাকে আমি ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলাম।"

"কী দরের ডাক্তার আমি বলিনি তোমায় ?" বলে পিটার রাসেট্। চাপা গলাতেই বলে, কিন্তু নীচের তলা থেকে শোনা যায় সেকথা।

ডাক্তার জিন্‌জারের কব্‌জি ধরে নাড়ি টিপে দ্যাখেন।

স্যাম্ আবার গোলমাল বাধায়, হঠাৎ বলে বসে—"ডাক্তারবাবু, জিন্‌জারের ওই কালো রং হচ্ছে ওর অমনি স্বাভাবিক। এমন কিছু নয়।"

"গায়ের রং হঠাৎ কালো মেরে যাওয়া আপনি কি খুব খারাপ লক্ষণ মনে করেন ?" জিজ্ঞাসা করে পিটার।

ডাক্তার কিছু জবাব দ্যান না, ঘড়ি খুলে, জিন্‌জারের নাড়ির শব্দ গোনেন। স্যাম্ আর পিটার রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করে।

"এর চেয়েও খারাপ জিভ আমি দেখেছি।"
ডাক্তার বলেন : "হুম্—একবার।"

"হুম।" বলেন ডাক্তার, ঘড়িকে যথাস্থানে রেখে। "ভাগ্য ভালো যে ঠিক সময়েই আমাকে ডেকেছ তোমরা। দেখি এবার বুকটা।"

জিন্‌জার শার্ট খোলে, খুলতেই, বুকের মাঝখানে, উল্‌কি-কাটা প্রকাণ্ড এক জাহাজ বেরিয়ে পড়ে। ডাক্তার জাহাজটিকে ভালো করে নিরীক্ষণ করেন, তারপরে জাহাজের মাঝামাঝি তাঁর মাথা রেখে, কান পেতে শোনেন।

"বলো, নিরানববই—" তিনি বলেন, "আউড়ে যাও ক্রমাগত।"

"নিরানববই" বলে জিন্‌জার—"নিরানববই, নিরানববই, নির—স্যাম্, একবার যদি উঠতে পারি তাহলে তক্ষুনি টের পাইয়ে দেব তোমায়।"

"হাসছি তো হয়েছে কী!" স্যাম্ বলে, "কেন, হাসতে কি নেই ?"

"চুপ" বলেন ডাক্তার "এই কি হাসবার সময় ?"

তিনি জিন্‌জারকেও নিরস্ত করেন, তারপরে স্যাম্ আর পিটারকে চুপ করে থাকতে বলে নিজেও, চুপ করে কী যেন ভাবতে থাকেন।

"ওর হৃৎপিণ্ড সরে গেছে," অবশেষে তিনি বলেন—"দু-ইঞ্চি সরে গেছে নিজের জায়গা থেকে।"

"বিদায়, বন্ধুগণ !" বলে হতভাগ্য জিন্‌জার। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই বলে।

"বিদায় জানাবার এক্ষুনি কোনো দরকার করে না," ডাক্তার বলেন তৎক্ষণাৎ "আমি যা যা বলি যদি তাই করো আর চুপ করে শুয়ে থাকো দিনকতক, তাহলেই আবার তুমি সেরে উঠবে—যথা সময়ে।"

আবার খানিকক্ষণ তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে থাকেন;তারপরে তিনি পিটারকে নীচে পাঠান একটা টাম্বলার আর খানিকটা গরম জল নিয়ে আসতে আর স্যাম্‌কে বলেন : " তোমাকেই করতে হবে নার্সের কাজ।"

স্যাম্ আপত্তি জানায়, ঘুমোনোটা যে তার পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয় তাও জানাতে দ্বিধা বোধ করে না।

"তাহলে নার্সের জন্য দু-তিন পাউন্ড করে হপ্তায় দিতে হবে তোমাদের। পারবে তো তোমরা ?" ডাক্তার বলেন।

"ও-ই নার্স হোক, খুব বেশি কষ্ট ওর হবে না।" জিন্‌জার ভরসা দ্যায়। "আমি নিজেই নিজের কাজ অনেকটা করে নিতে পারব।"

"উহুঁ। নড়াচড়া তোমার একদম নিষেধ।" বলেন ডাক্তার। "চুপ করে শুয়ে থাকবে তুমি। এমন কি যদি মাছি বসে নাকের ডগায়, তাকেও হাত নেড়ে তাড়াতে চেষ্টা করবে না। তোমার অবস্থা যে কত কাহিল তুমি টের পাচ্ছ না।"

তারপরে তিনি পিটারের হাত থেকে গরম জলটা নেন, নিয়ে তার সঙ্গে খানিক ঠান্ডা জল মেশান, তারপর জিন্‌জারের মাথাটা তুলে ধরে ওকে হাঁ করিয়ে ওর মুখের মধ্যে ঢালতে থাকেন। এক টাম্বলার, তারপরে আরেক টাম্বলার, তারপরে আরেক—, এমনি পর পর, চার টাম্বলার জল জিন্‌জার গলাধঃকরণ করে। তারপরে নিঃশব্দে একেবারে কাতহয়ে সে শুয়ে পড়ে নিজের বালিশে।

"আপাতত ওতেই অনেকটা উপকার হবে।" ডাক্তার বলেন।

স্যাম্ জিন্‌জারের পকেট থেকে দু-শিলিং বার করে ডাক্তারের হাতে দ্যায়। জিন্‌জার নীরবে তাকিয়ে দ্যাখে।

ভিজিট নিতে নিতে বলেন : "কাল সকালে আমি এসে দেখব আবার।"

"তাহলে ওষুধের কী হবে ?" বলে স্যাম্।

"আমিই নিয়ে আসব সঙ্গে করে।" ডাক্তার চলে যান তারপর।

স্যাম্ আর পিটার শুয়ে পড়ে বিছানায় চটপট। তার প্রথম কারণ, করবার আর কিছুই ছিল না। এবং দ্বিতীয় কারণ, থাকলেও জিন্‌জার তাদের করতে দিত না। এমন কি তারা শুয়ে শুয়ে একটু এপাশ ওপাশ করেছে কি অমনি জিন্‌জার তাদের নিজের হৃৎপিণ্ডের দুরবস্থাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এবং একবার স্যাম্, কেন বলা যায় না, যেই না হেঁচেছে, অমনি জিন্‌জার চেঁচিয়ে উঠেছে : "খুনে, নরখাদক! মেরে ফেলল আমায়।"

রাত দুটো, স্যাম্ তখন স্বপ্ন দেখছে, একটা পরী এসে বসেছে তার মাথার কাছে, তার সবুজ চোখ আর সোনালি চুল, আর স্যামের নাম ধরে ধরে সে ডাকছে কেবল। সহাস্যমুখে সে জেগে উঠে পরমুহূর্তেই আবার চোখ বুজে নিদ্রাঘোরে সেই সুমধুর স্বপ্নটা ফিরে-ফিরতি দেখতে যাচ্ছে, এমন সময়ে যেন আবার শুনতে পায় :

"স্যাম্। স্যাম্! স্যাম্! স্যাম্!"

শুন্‌তে পায় স্বকর্ণেই সজাগ অবস্থায়।

"হ্যালো!" সে বলে। বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে বিছানায় অত্যন্ত বিরস বদনে।

"আমি ভাবছিলাম যে তুমি মারা গেছ।" বলে জিন্‌জার : "দশ মিনিট কি তারও

বেশি আমি ডাকাডাকি করছি ! আমার বুকের অবস্থাটা কত খারাপ হয়ে গেল আরও ।"

"কেন, কি চাই তোমার ?" বলে স্যাম্।

"আমার ঘাড়ের কাছটায় চুলকোচ্ছে।" বলে জিন্‌জার: দারুণ চুলকোচ্ছে।

"তুমি কি বলতে চাও—তুমি কি বলতে চাও—এই কথা জানাবার জন্যেই আমার ঘুম ভাঙিয়েছ তুমি ?"

রাগে এর বেশি কথা বেরোয় না স্যামের মুখ দিয়ে।

"আমি তোমাকে জাগালাম ঘাড়টা চুলকে দেবার জন্যে। জানো তো আমার নড়াচড়া বারণ। আর, কতক্ষণ থেকে যে সুড়সুড় করছে ঘাড়টা—উঃ ।"

"স্যাম, উঠে পড় চটপট ।" বলে পিটার রাসেট। সবুর করছ কেন ? চুলকে দাও তাড়াতাড়ি। আমার ঘুমোতে হবে আবার।"

স্যাম্‌কে বিছানা ছেড়ে উঠতে হয় অবশেষে। জিন্‌জারের ঘাড় থেকে পিঠ বরাবর সজোরে সে চুলকে দ্যায়। জিন্‌জার কেবল বলে—"উঃ, ওভাবে নয়, ওভাবে নয়, ওখানে নয়, অত জোরে নয়, আঃ, কী নরম আমার গায়ের চামড়া !" সে ক্ষোভ প্রকাশ করে।

তারপরে আরও দুবার সে স্যাম্‌কে তোলে। একবার এক গ্লাস জলের জন্য, আরেকবার কেবল জানতে যে ডাক্তারের বয়স কত বলে তার মনে হয়। পুনঃপুনঃ জেগে এবং পুনঃ পুনঃ জাগবার আশঙ্কায়, সে রাত্রে আর ভালো রকম ঘুমই হল না স্যামের। তারপর সে দু চোখের পাতা এক করতেই পারল না আর।

সকালে উঠে স্যাম্ আর পিটার প্রাতরাশ করতে গেল এক কাফিখানায়। সেখান থেকে ফিরেছে, এমন সময়ে, ডাক্তারও এসে উপস্থিত হলেন। যন্ত্রণা আর হয়নি জেনে খুশি হলেন ডাক্তার। বল্লেন "হ্যাঁ, আরও দু-একদিন এমনি নট্-নড়ন-চড়ন হয়ে থাকতে পারলে সেরে উঠবে ও।"

তারপরে তিনি, জিন্‌জারের শার্ট সরিয়ে, তার বুকে মাথা রেখে পুনরায় কর্ণপাত করেন :

"নাঃ, হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়েছে।"

বীভৎস চিৎকার করে উঠে বসে জিন্‌জার—দুহাতে ডাক্তারের গলা জড়িয়ে ধরে।

"আহা আমি বলছি বেচাল গতি।" আশ্বাস দ্যান ডাক্তার, "নিজের জায়গা ছেড়ে চলছে না, বলছি তাই, নইলে চলছে ঠিকই।"

পুনরায় তিনি যোগ করেন: "আশা করছি কাল থেকে ওটা ফিরতে শুরু করবে। যথাস্থানে।"

তারপরে, তিনি পকেট হাতড়ে একশিশি ওষুধ বার করেন, তার দাম এক শিলিং এবং স্যামকে সাবধান করে দ্যান, ওষুধ দেবার সময়ে এক মুঠো চিনি বাগিয়ে রাখতে। প্রথম ডোজ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চিনি ছাড়া হয় জিন্‌জারের মুখে, নতুবা, ওষুধ যা তেতো—। বলাই বাহুল্য ।

স্যাম্ সবই যথাযথ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সুবিস্তৃত মুখের মধ্যে চিনির প্রবেশের পূর্বেই জিন্‌জার ওষুধ গিলে ফেলে, এবং তারপরেই এমন চেঁচামেচি শুরু করে যে সন্দেহ হতে থাকে তার মারা যাবার আর বেশি দেরি নেই; হৃৎপিণ্ড স্থানচ্যুত হল বলে।

"আমি আবার, আসব সন্ধ্যায়।" ডাক্তার বললেন। জিন্‌জারের পকেট থেকে তিন শিলিং বের করে দেয়া হয় তাঁকে; ভিজিট আর ওষুধের দাম নিতে নিতে বললেন ডাক্তার:

"খবরদার, দরকারের বেশি যেন ওকে নড়াচড়া না করানো হয় এবং—দেখি, দেখি, ও কী ?"

"কী হয়েছে ?" মুখ থেকে আঙুল বার করে ডাক্তারের দিকে তাকায় স্যাম্। নিতান্ত বিস্মিত হয়ে।

ডাক্তার তার কোনো জবাব দ্যান না। স্যামের চোখের পাতা তুলে ধরে চোখের ভেতরে দৃক্‌পাত করেন, তারপরে জিন্‌জারকে হাঁ করতে বলেন এবং তার মুখের অভ্যন্তর পর্যবেক্ষণ করেন। দাঁতগুলোও দ্যাখেন ভালো করে। তারপরে তিনি পুনরায় স্যাম্‌কে পরীক্ষা করেন, তার গলার চার পাশ টিপে টিপে দ্যাখেন।

"কী—কী হয়েছে ?" বলে স্যাম্। ভয়ে তার সারা মুখ পাঁশুটে।

"খুব সম্ভব রক্ত দূষিত হয়েছে।" বলেন ডাক্তার। "এখনও বলতে পারছি না ঠিক। জিন্‌জারের দাঁতের অবস্থা তো ভালো নয় দেখছি। ওর দাঁত থেকেই এসেছে তোমার দেহে।"

"রক্ত যদি দূষিত হয়ে থাকে তবে জানব কী করে ?" বলে স্যাম্ ।

"জানতে বেশি দেরি লাগবে না। জানান দেবে শিগ্‌গিরই।" বলেন ডাক্তার, ঘাড় নেড়ে। "তুমিও ঘর থেকে বেরিও না একদম। চুপচাপ বসে থাকো ঘরে।" সন্ধে বেলায় তোমাকেও আমি দেখব। তবে, দমে যেও না, মনে ফুর্তি রেখো—অন্তত তোমার বন্ধুর খাতিরেও। নইলে ও যে একেবারে নেতিয়ে পড়বে।"

ডাক্তার চলে গেলে, এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। স্যাম্ নিজের বিছানায় বসে পড়ে, এবং বলে পিটার রাসেটকে: "এই সমস্ত লোক (জিন্‌জারকে কটাক্ষ করে) যারা নিজেদের দাঁতের ভয়াবহ বিষ অপরের দেহে সঞ্চারিত করে— ইংল্যান্ডকে নিরাপদ করতে হলে তাদের নিয়ে কী করা দরকার ?"

পিটার বলে: "এ অবস্থায় এ কথাও তুমি ভাবতে পারছ। অবাক লাগছে আমার !" এবং জিন্‌জার জানায়, ভারি খারাপ মন স্যামের, ভারি হিংসুটে, একবার সেরে উঠতে পারলে ভালো করেই সে দেখে নেবে স্যাম্‌কে তখন।

সমস্ত দিন তারা দুজনে ঝগড়া বাধিয়ে রাখল। পিটার যখন, সন্ধেবেলায়, বেরিয়ে হাওয়া খেয়ে—ব্যাপার ইতিমধ্যে কত দূর গড়িয়েছে দেখবার জন্যে বাড়ি ফিরল তখন— কেবল তখনই তারা ক্ষান্ত হল। তখন তারা দুজনে মিলে পড়ল পিটারকে নিয়ে।

এতক্ষণ ঝগড়ায় স্যাম্ বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। জিন্‌জার অকাতরে মনের ঝাল ঝেড়েছে, তারপরে যখন স্যামের চেঁচাবার পালা এসেছে তখন জিন্‌জারের বুক কেমন করতে লেগে গেছে, তারপর স্যাম্ আর উচ্চবাচ্য করতে পারেনি।

যেমনি স্যাম্ একটা মুখরোচক জবাব দিতে যায়; যথাসাধ্য উঁচু গলাতেই, অমনি জিন্‌জার চেঁচিয়ে ওঠে:

"বুক গেল, বুক গেল ! উঃ !"

অমনি স্যাম্‌কে নিরস্ত হতে হয়, চুপ করে চেপে যেতে হয় একেবারে।

ডাক্তার যখন এলেন তখন ওরা তিনজনেই চুপচাপ অর্থাৎ যতটা ঠান্ডা থাকা সম্ভব ওদের পক্ষে।

ডাক্তার বলেন : "স্যাম্ মুখে আঙুল পুরেছিল তাই থেকে বিষ নেমে গেছে সোজা ওর লিভারে। সেখানে একটা ফোড়া তৈরি হচ্ছে।"

কোথায় ওর লিভার স্যাম্‌কে উনি দেখান। ওর যে আদৌ লিভার আছে এহেন সন্দেহ স্যামের কোনোদিন ছিল না। লিভারের অস্তিত্বে সে অবাক হয়ে যায়। ওর ধারণা ছিল কড্ মাছদেরই কেবল লিভার থাকে। তাও কেবল তেল হবার জন্যেই।

এবং লিভারের কোন জায়গাটায় ফোড়া তৈরি হচ্ছে বুড়ো আঙুলের নখে টিপে তাও দেখিয়ে দেয়া হয়। ডাক্তার দুবার ফোড়াটাকে টিপে দ্যাখেন, যখন তৃতীয়বার দেখতে যাচ্ছেন, স্যাম্ বাধা দেয়—নিজের শার্ট নামিয়ে ফ্যালে।

"না, না, ভয়ের কিচ্ছু নেই।" বলেন ডাক্তার : "যা বলে যাচ্ছি তাই যদি ঠিক ঠিক করতে পারো, এক হপ্তার মধ্যে তোমাকে আমি সারিয়ে আনব। তোমার বন্ধু যেমন রয়েছে, তেমনি ঠান্ডা হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকবে বিছানায়। যদি বেশি নড়াচড়া করো বা হঠাৎ কোনো ধাক্কা লাগে, তাহলে তক্ষুনি খতম হয়ে যাবে। তুমি টের পাবার আগেই।

অবশেষে তিনি জানান যে যতটা প্রত্যাশা করেছিলেন তেমন তাড়াতাড়ি জিন্‌জারের হৃৎপিণ্ড পিছিয়ে আসছে না। এই বলে তিনি ভিজিটের দু-শিলিং হস্তগত করে চলে যান।

পিটার চুপ করে তাকিয়ে থাকে দুজনের দিকে। ওর একঘেয়ে দৃষ্টিপাত অসহ্য হয় ওদের। স্যামের পিত্ত জ্বলে ওঠে অবশেষে :

"ভেবেছ কী তুমি ? আমরা মোমের পুতুল ? না কি ?"

পিটার কিছু বলে না, নিজের টুপি মাথায় দিয়ে, শিস দিতে দিতে বেরিয়ে পড়ে।

তারপরে অনেক রাত্রে সে ফিরে আসে, এসেই নানান ফুর্তির গল্প জুড়ে দ্যায়, নিজের বুক আর লিভার যে নিখুঁত এজন্য নিজেকে ধন্যবাদ দিতেও কসুর করে না।

তারপর না নড়ে চড়ে বিছানাতেই ওদের দুজনের চার চারদিন কেটে গেল !

পিটার বলে : "বিছানায় শুয়ে থাকতে খারাপ লাগছে না তোমাদের ? আশ্চর্য !"

"আশ্চর্য !" জিন্‌জারের দম আটকে আসে রাগে : "আশ্চর্যই বটে । বিশ্রী, বয়াটে, পাজি, উল্লুক— "

"তোমার বুক, তোমার বুক !" স্যাম্ মনে করিয়ে দ্যায় জিন্‌জারকে।

"আমি ওসব ডাক্তার ফাক্তারে বিশ্বাস করিনে ।" বলে পিটার। "আমার মনে হয়, তোমরা যদি এক্ষুনি উঠে ওই শার্ট পরেই নাচ লাগিয়ে দাও, তাহলে ব্যারাম ট্যারাম সব পালিয়ে যায় এই মুহূর্তে।"

সেই সঙ্গে যোগ করে আবার : "নাচবে ? সত্যি বলছি তোমাদের উপকার হবে তাতে। নাচ্‌বে তো বলো ? আমি শিস দিচ্ছি—একটা গৎ ধরছি না হয়।"

"তোমার বুকের অবস্থা মনে রেখো, জিন্‌জার !" স্যাম্ বলে ওঠে তৎক্ষণাৎ।

জিন্‌জার মনে রাখে, মুখে আর কিছু বলে না। কিন্তু মনে মনে যা বলে তা আর কহতব্য নয়।

পিটার তক্ষুনি উঠে, টুপি মাথায়, বেরিয়ে পড়ে বাইরে। অনেক রাত করে সে ফেরে, দুজনের কেউই তখন জেগে নেই।

ও এসে প্রথমে ওদের দুজনকে জাগায় তারপরে ঘুমিয়ে পড়ে নিজে। ওরা, তারপরে যখন রাত্রে ওকে জাগাবার চেষ্টা করে পিটার তখন অকাতরে ঘুমায়— তার গভীর নিদ্রা ভাঙায় কার সাধ্য ! কেবল ওরা পরস্পরের ঘুম ভাঙিয়ে দ্যায় সেই দুশ্চেষ্টায়, তারপরে, ঘুম ভাঙানোর জন্যে, ওই নিয়ে দুজনের মধ্যে বচসা চলে।

পিটার যখন পরদিন ঘুম থেকে ওঠে, ওরা একটিও কথা বলে না তার সঙ্গে। পিটারও বাক্যব্যয় না করে বেরিয়ে পড়ে। সারাদিনের মতোই আবার।

সন্ধ্যার আগে আর পিটারের পাত্তা নেই। যখন সে ফেরে হাসি যেন উছলে উঠছে তার সর্বাঙ্গে, সারা মুখে।

"মদ খেয়ে এসেছে ! মাতাল !" ব্যঙ্গ করে বলে স্যাম্।

"পাগল আর মাতাল !" বলে জিন্‌জার । ক্রোধবশেই বলে।

পিটার কিছু বলে না। নিজের বিছানায় গিয়ে বসে, মুখে রুমাল গুঁজে হেসে কুটি কুটি হয়।

ওর হাসির চোটে বিছানায় যেন ভূমিকম্প লেগে যায়।

"তোমার—তোমার—তোমার বুক কেমন আছে, জিন্‌জার ?" অবশেষে বলে সে।

জিন্‌জার কোনো জবাব দেয় না।

"আ—স্যা—স্যা—স্যাম্ ? তোমার লিভার-বেচারি ?" আবার ওর হাসির দম ছুটতে থাকে।

তারপর সে চোখের জল মুছে ফ্যালে, ঘরময় পায়চারি করে, আর জানায়, হাসতে কী কষ্টটাই না হচ্ছে তার। দম আটকে না গেলে বাঁচে।

দুজন কাহিল রুগি বিছানায় শুয়ে পরস্পরের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকায়— কী করবে তারা ?

পিটার আবার বিছানায় গিয়ে বসে। হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে শেষটায়।

"ওই—ওই—ওই ডাক্তারটা—।" অবশেষে সে বলে। "বাড়িওয়ালা বললো আমায়।"

"কী বললো তোমায় ?" জিন্‌জারের দাঁত কড়মড় করে।

"ও—ও ডাক্তারই নয় ।" বলে পিটার, তৃতীয়বার তার অশ্রুমোচন করে: "এক আপিসের কেরানি । আপিসের ক্যাশ ভেঙে পালিয়েছে। আর তোমরা দেখতে পাবে না ওকে। পুলিস পিছু নিয়েছে ওর।"

ঘরের মধ্যে একটা ছুঁচ পড়লে, সেই যে কথায় বলে, শোনা যেত তখন—যদি না স্যামের গলাটা ঘড় ঘড় করে উঠত সেই মুহূর্তে।

"আঃ, কী হাসিটাই না হেসেছে আজ বাড়িওয়ালা, যখন তোমার আর স্যামের অসুখের কথা বললাম তাকে আমি।" পিটার বলে:

"তার হাসির বহর দেখলে উপকার হত তোমাদের! কত টাকা তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে যে নিয়ে গেছে, জিন্‌জার ?"

জিন্‌জার কোনো জবাব দেয় না। সে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে ওঠে। ট্রাউজার পরে, বুট পায়ে দেয়। তারপরে গিয়ে ঘরের দরজায় তালা আঁটে, ভেতর থেকেই আঁটে।

"চাবি লাগালে কেন ? হবে কী ?" পোশাক পরতে পরতে বলে স্যাম্।

"পিটারের হাসি বার করছি আমি"—জিন্‌জার বলে। "এক্ষুনি বার করছি।"

ডবলিউ ডবলিউ জেকবের একটি গল্পের অনুসরণে।

চিকিৎসা-বদল!

"হ্যাঁ, অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাপ্তেনের অধীনেই জাহাজের চাকরি করেছি এ জীবনে—" রাতের পাহারাদার বলতে শুরু করে তার গল্প:

"অনেক ভারী ভারী জাহাজে চড়ে বড়ো বড়ো সাগরে পাড়ি দিয়েছি, কত আশ্চর্য জিনিসই না দেখেছি সমুদ্রের, কিন্তু যে লোকটির কাহিনী আজ বলতে যাচ্ছি, তার কাছে সেসব লাগে না। অনেক খেয়ালি কাপ্তেনেরই অনেক রকম বাতিক থাকে, দেখেছিও, কিন্তু বাতিকের চূড়ান্ত যাকে বলে তা ছিল এই ভদ্রলোকের।

কয়েক বছর আগের কথা, সেই কাপ্তেনের জাহাজ জন ইলিয়ট-এ কাজ নিয়ে চলেছি। দুদিনও হয়নি, এমন সময়ে কাপ্তেনের বাতিকের কথাটা কানে এল আমার। জাহাজের দ্বিতীয় মেট খাবারের ঘর থেকে দৌড়ে এসে সর্দার মেটকে বলছিল, তাই থেকেই শুনতে পেলাম।

"কেবিনের চারধারেই করাত আর ছুরি ছড়ানো, তা আমি কিছু মনে করিনি, গ্রাহ্যই করিনি বলতে গেলে," সে বলছিল সর্দার মেটকে, "কিন্তু যখন কিনা একজন লোক খাবার-ঘরে খানার টেবিলে বসে আস্ত একখানা মানুষের হাত প্লেটের পাশে রেখে পরীক্ষা করতে থাকে, আর সব যারা খেতে বসেছে তাদের সম্মুখেই, তখন সত্যিই তা একজন খ্রিস্টানের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।"

"ও কিছু না—" সর্দার মেট বলে। এই জাহাজে এর আগেও বহুবার সমুদ্রযাত্রা করেছে সে। "ধর্তব্যের মধ্যেই না। ডাক্তারি করা কাপ্তেনের একটা ব্যায়রাম। ডাক্তারি করবার জন্যে বলতে গেলে পাগল সে। একবার তো ওই নিয়ে তুমুল কাণ্ডই বেধে

গেছ্ল এই জাহাজে, যত না খালাসি আর কর্মচারী সব খেপে গিয়ে বিদ্রোহই বাধিয়ে বসেছিল আর কি।"

"কী ব্যাপার, শুনি ?" দ্বিতীয় মেট প্রশ্ন করে সাগ্রহে। "শুনি ?"

"ব্যাপার আর কি, একজন খালাসি মাস্তুলের মাথা থেকে হঠাৎ পড়ে গেছ্ল, তিনি তার সম্বন্ধে ময়না-তদন্ত (post-mortem) করতে চেয়েছিলেন। শবব্যবচ্ছেদ করে জানতে চাচ্ছিলেন কিসে মারা গেল লোকটা।"

"মোটেই ভালো নয়! নাঃ, একেবারে ভালো না এ।" দ্বিতীয় মেট বলে, ভয়ানক রকম রেগে গিয়ে: "সকালে জলখাবারের সময় আমাকে একটা বড়ি দিয়েছিল, প্রায় মার্বেলগুলির মতো এই এত বড়ো। তাই গেলার পর থেকে খাবার ইচ্ছা মাথায় উঠে গেছে আমার। খিদেও নেই, তেষ্টাও নেই— আর তখন থেকে কেমন গা বদবদ করছে— ছ্যা।"

বলা বাহুল্য কাপ্তেনের এই বদ খেয়াল জানাজানি হয়ে পড়তে বেশি দেরি হল না। আমি অবিশ্যি এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি খুব, কিন্তু অবশেষে একদিন আমি দেখলুম কী, যে, আমাদের খালাসিদের একজন, বুড়ো ড্যানিয়েল ডেনিস একটা উঁচু তক্তার ওপরে বসে কী একখানা বই পড়ছে গভীর মনোযোগ দিয়ে। খানিকটা পড়ে আর বইখানা বন্ধ করে, তারপর মুখ তুলে চোখ বুজে কী যেন বিড়বিড় করে নিজের মনে— মুরগিরা জল খাবার সময় যেমন করে থাকে তেমনি করে ঠোঁট নড়ায়—তারপরে মুখ নামায়, আবার বই খুলে দ্যাখে।

"ও কি ড্যান," আমি বলি, "ও কি হচ্ছে তোমার ? এই বৃদ্ধ বয়সে লেখাপড়ায় মন দিলে নাকি আবার ? জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করছ না নিশ্চয় !"

"হ্যাঁ, করছি বইকি।" কোমল কণ্ঠে বলে ড্যান। "শোনো, আমি মুখস্থ বলে যাই। তুমি বই ধরো—এই পড়াটা, এই যে এখানে, হৃদরোগের সম্বন্ধে।"

সে বইটা আমার হাতে দ্যায়। আমি নেড়ে চেড়ে উলটে পালটে দেখি, বইখানা যত রাজ্যের ব্যারামে ভর্তি একেবারে।

ড্যান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে। "একটা বুক-স্টল থেকে তুলে নিয়েছি।" সে বলে। "না বলেই তুলে নিয়েছি।"

তারপর সে চোখ বোজে, এবং তার পড়াটা, ঝাড়া মুখস্থ বলে যায়—গড়গড় করে, চমৎকার। হৃদরোগের সব অদ্ভুত লক্ষণ, শুনতে কেমন কেমন যেন লাগে আমার।

"আমারও ওইসব হয়েছে। ওই সব দুর্লক্ষণ।" সে বলে, তার পাঠ শেষ করে। "এই ব্যারামে ধরেছে আমাকেও।"

আমার আশ্চর্যই লাগতে থাকে আগাগোড়া।

"কোনোরকমে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ার শক্তিটুকুই শুধু আছে আমার, বন্ধু।" সে বলে। "বিল, তুমি ধরে নিয়ে চলো আমাকে, আর, যাও, ডাক্তারকে খবর দাও গে এক্ষুনি।"

তখন আমি তার মতলবটা বুঝতে পারলাম, ফন্দিটা সে মন্দ আঁটেনি নেহাত। কিন্তু আমিও নিজে কোনো গোলমালে মাথা গলাবার ছেলে নই, তাই, আমি কাপ্তেনকে না ডেকে, রান্নাঘরে রাঁধুনির কাছে গিয়ে কথায় কথায় কায়দা করে সংবাদটা বেফাঁস করলাম: "ড্যানের অবস্থাটা আমার খুব ভালো ঠেকছে না হে। কেমন করছে যেন ও।"

তারপর আমি ফিরে গেলাম ড্যানের কাছে এবং বইটা হাতাবার চেষ্টা করলাম। ধার চাইলাম বইখানা, একদিনের জন্য অন্তত। বই পড়তে স্বভাবতই আমি ভালোবাসি, পড়ায় আমার ভারি আমোদ চিরদিনই। ড্যান কিন্তু এরকম ভান করল যে আমি কী বলছি অসুখের ঠেলায় সে যেন তা শুনতেই পাচ্ছে না আদপে। এবং বইখানা তার কাছ থেকে কেড়ে বাগিয়ে নেবার আগেই, কাপ্তেন তাড়াতাড়ি নেমে এলেন, তাঁর ওষুধের ব্যাগ হাতে করে।

"কী হয়েছে, বাপু তোমার?" তিনি বলেন, "কী হয়েছে? শুনি?"

"তেমন কিছু না, মশাই," বলে ড্যান—"কেবল বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে কিরকম!"

"যেরকমটি বোধ করছ ঠিক ঠিক বলো দেখি আমায়।" কাপ্তেন বলেন, ড্যানের নাড়ি দেখতে-দেখতে।

তখন বুড়ো ড্যান তার মুখস্থ বুলি বলতে শুরু করল এবং কাপ্তেন তাঁর ঘাড় নাড়তে লাগলেন, ভারি গম্ভীর হয়ে।

"কদ্দিন ধরে এই রকম হচ্ছে তোমার?" কাপ্তেন বলেন।

"চার-পাঁচ বছর হবে, মশাই।" বলে ড্যান। "তেমন মারাত্মক কিছু নয় তো, আজ্ঞে?"

"চুপ করে শুয়ে থাকো তুমি।" বলেন কাপ্তেন, এবং একটা চোঙের মতো কী বের করে তার বুকে সেটা রেখে, কান পেতে শুনতে থাকেন তিনি।

"হুম, খুব খারাপ লক্ষণ দেখছি," তিনি বলেন, "হৃৎপিণ্ডের অবস্থা তো ভালো নয় তোমার।"

"হৃৎ— কী, কী বল্লেন মশাই ?" বলে ড্যান, চোখ বড়ো করে।

"হৃৎপিণ্ড," বলেন কাপ্তেন, অন্তত ওই কথাটাই তিনি বললেন বলে আমার মনে হল যেন।

"তুমি চু—প্ করে শুয়ে থাকো, আমি গিয়ে এক্ষুনি তোমার ওষুধ তৈরি করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলেন কাপ্তেন। "আর তোমার পথ্যের জন্য মাংসের সুরুয়া বানিয়ে দিতে বলে যাচ্ছি রাঁধুনিকেও।"

কাপ্তেন যেতে না যেতেই, ছ-ফুট দু-ইঞ্চি লম্বা বিরাট দেহধারী হ্যারি এসে হাজির হয় ড্যানের কাছে। এসে বলে: "দাও আমাকে বইটা।"

"চলে যাও এখান থেকে।" বলে ড্যান। "বিরক্ত কোরো না আমায়। শুনলে না কাপ্তেন কী বললো, আমার হৃৎপিণ্ড খারাপ বেজায়।"

"তুমি দাও আমায় বইখান।" বলে হ্যারি, ড্যানকে চেপে ধরে—"নইলে, এই এক ঘুষিতে আগে তোমার দফা সারব, তারপরে সব গিয়ে ফাঁস করে দেব কাপ্তেনের কাছে। আমার বিশ্বাস আমারও ক্ষয়রোগ হয়েছে। ভয়ানক ক্ষয়রোগ। যাই হোক সেটা মিলিয়ে দেখতে চাই আমি।"

ড্যানের কাছ থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে, পড়তে শুরু করে হ্যারি ! বইটাতে এত রকম রোগের বৃত্তান্ত রয়েছে যে, ক্ষয়রোগের বদলে অন্য যে কোনো একটা ব্যাধি পছন্দ করার প্রলোভন হচ্ছিল হ্যারির, কিন্তু ক্ষয়রোগকেই সে সাব্যস্ত করল অবশেষে। এবং এমন একটা বিদঘুটে কাশি সে বার করল যার আওয়াজে সে-রাত্রে কারও চোখেই ঘুম এল না আমাদের।

পরদিন সকালে কাপ্তেন যখন ড্যানকে দেখতে এলেন, হ্যারির কাশির ধমকে নিজের কথাই ভালো করে কানে গেল না তাঁর।

"ভারি বিচ্ছিরি রকমের কাশি হয়েছে বাপু তোমার !" হ্যারির দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন।

"ও কিছু না মশাই ।" বলে হ্যারি, অবহেলার সহিত। "কয়েক মাস থেকেই প্রায়ই এ রকম কাশি হচ্ছে আমার। কিছু না ও।"

"রাত্রে ঘাম হবার দরুনই এটা হয়ে থাকে বলে আমার মনে হয়।" পুনশ্চ সে যোগ করে।

"য়্যাঁ?" বিচলিত হয়ে বলেন কাপ্তেন—"বলো কি ? ঘামও হয় নাকি রাত্রে তোমার?"

"ভয়ানক ।" বলে হ্যারি: "এত ঘাম হয় যে জামা নিংড়ানো যায় মশাই । ঘাম হওয়া তো স্বাস্থ্যকর, নয় কি ? বিশেষ করে আমার পক্ষে, এই ব্যারামে ? কি বলেন আপনি ?"

"জামা খোলো তোমার।" বলেন কাপ্তেন, তার কাছে গিয়ে। এবং সেই চোঙের মতো জিনিসটা তার বুকে স্থাপিত করেন। "এইবার, খুব গভীরভাবে নিশ্বাস নাও তো। কেশো না। দোহাই ।"

"না কেশে পারছি না যে মশাই !" বলে হ্যারি, "কাশি আসছে যে। আপনা থেকেই আসছে। এসেই পড়ছে। আট্‌কানো যাচ্ছে না কিছুতেই।" কাশতে কাশতেই কথা চলতে থাকে হ্যারির : "আঃ, হাড় পাঁজরা সব গুঁড়িয়ে দিচ্ছে যেন ! উঃ ।"

"যাও, চট করে শুয়ে পড়োগে বিছানায় ।" চোঙ তুলে নিয়ে মাথা নেড়ে বলেন কাপ্তেন। "তোমার বরাত ভালো যে যোগ্য চিকিৎসকের হাতে তুমি পড়েছ যথাসময়ে। চেষ্টা যত্নে, আমার বিশ্বাস, তোমাকে সারিয়ে আনতে পারব আমি।" অতঃপর তিনি অপর রোগীর দিকে ফেরেন: "ওষুধ খেয়ে কিরকম বোধ করছ ড্যান ? উপকার হয়েছে কিছু?"

"অদ্ভুত ওষুধ আপনার ।" বলে ড্যান, "আশ্চর্য ফল পেয়েছি, মশাই । খাবার সঙ্গে সঙ্গেই আরাম ! সমস্ত রাত সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো ঘুমিয়েছি, কিচ্ছু টের পাইনি মশাই।"

"আমি আর কয়েক দাগ পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার জন্য।" বলেন কাপ্তেন: "তোমরা উঠতে পাবে না বিছানা থেকে, একদম না, দুজনের একজনও না।"

"যে-আজ্ঞে, মশাই," তারা বলে অত্যন্ত কাহিল গলায়।

আমরা যেন গোলমাল না করি সে সম্বন্ধে আমাদের সবিশেষ সতর্ক করে দিয়ে চলে যান কাপ্তেন সাহেব।

"এইবার, খুব গভীরভাবে নিশ্বাস নাও তো। কেশো না। দোহাই।"

প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম এটা একটা খাসা তামাশা, কিন্তু ক্রমশই ওদের দুজনের চালচলন দারুণ বিরক্তিজনক হয়ে উঠল। অস্বস্তিকরও কম হল না। কাজকর্ম কিছুই নেই, পরিশ্রম করাই নিষেধ, সমস্তদিন মজা করে বিছানায় শুয়ে থেকে সারারাত স্বভাবতই ওদের ঘুম পায় না। সমস্তরাত কেবল এ ওর শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাটায় এবং আমাদের আর সবার ঘুম ভাঙিয়ে দ্যায়। তারা দুজনে মিলে জেলির সঙ্গে র-মিট জুসের কাপে চুমুক মারে, এবং আমাদের লাল পড়তে থাকে জিভ দিয়ে।

এমন কি ড্যান, সামান্য একটু পোর্ট ওয়াইনের ভাগ পাবার জন্য হ্যারির সাধ্যসাধনা লাগিয়ে দ্যায়। হ্যারির রক্তবৃদ্ধি র জন্য ওই দামি বলকর পোর্ট কাপ্তেন ব্যবস্থা করেছিলেন।

হ্যারি আপত্তি করে, সেদিনে সে বেশিরকম রক্ত তৈরি করতে পারেনি ড্যান্‌কে জানায়, এবং এই অজুহাতে ড্যানের হৃৎপিণ্ডের শুভ কামনা করে পুরো বোতলটিকেই নিঃশেষ করে আনে এক নিশ্বাসে। এবং তারপর এমনভাবে সশব্দে ঠোঁট চাটতে থাকে যে আমাদের সবার প্রায় পাগল হবার জোগাড় হয়।

এদের দুজনের দুদিন রোগ ভোগের পর, জাহাজের আর সব খালাসিরাও মাথা ঘামাতে শুরু করে দিল, মাংসের সুরুয়া ইত্যাদির গন্ধে তাদের খেপে যাবার বাকি ছিল না। তারা বললো যে তারাও অসুখ বাধিয়ে বসবে, অচিরেই, দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়বে তারাও। তাদের কথা শুনে শয্যাগত রোগী দুজন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

"সব মাটি করবে দেখছি !" বলে হ্যারি। "নিজেদেরও কিছু সুবিধা করতে পারবে না, আমাদেরও সর্বনাশ করবে।"

"বই ছাড়া যে অসুখ করবার জো-ই নেই । আর, কি কি অসুখ যে করতে হয় জানোই না তোমরা ।" বলে ড্যান।

"বেশ, তোমরা তাহলে চটপট তোমাদের কাজে লেগে যাও তবে।" খালাসিদের একজন বলে। "আমাদের অসুখ করবার পালা এবার। তোমাদের এখন সেরে ওঠা উচিত। ভালো ছেলের মতো।"

"বটে ?" বলে হ্যারি। "বটে ? তোমরা নেহাত মুখ্যু তাই এ কথা বলছ! আমরা কক্ষনো সেরে উঠব না, সারবই না এ জন্মে। আমাদের ব্যারাম যাদের হয় তারা সারে না কক্ষনো। তোমাদের তা জানা উচিত।" চটেমটেই সে বলে।

"বেশ, আমি ফাঁস করে দিচ্ছি গে তবে।" বলে ওদের আরেকজন।

"দ্যাখো না একবার ফাঁস করে—" বলে হ্যারি : "করেই দ্যাখো না মজাটা। এমন শিক্ষা পাবে আমার কাছে যে দুনিয়ার যত পোর্ট আর জেলি সব এক করেও সারাতে পারবে না তোমাকে।"

"তাছাড়া, সাধ করে আমরা তো আর বানাইনি ব্যায়রাম।" বলে ড্যান: "কাপ্তেন একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। তিনি যে আমাদের রোগের লক্ষণ ঠিকই ধরেছেন এ কথা তোমরা বিশ্বাস করতে পারছ না কেন বাপু ?"

এবং অপর ব্যক্তিটি এই কথার জবাব দেবার আগেই কাপ্তেন এসে পড়েন সেখানে, সর্দার মেটকে সঙ্গে নিয়ে। তৎক্ষণাৎ হ্যারি এমন কাশি শুরু করে দ্যায় যে তেমন কাশি এর আগে সে আর কখনো কাশেনি।

"ওদের দরকার কি জানো ?" বলেন কাপ্তেন, সর্দার মেটের দিকে ঘুরে : "সযত্ন শুশ্রূষা। ভালো নার্সিং, তাছাড়া আর কিছু না।"

"আমি চাচ্ছিলাম কি, যে, ওদের নার্সিং-এর ভারটা আপনি আমার ওপরেই দ্যান—" বলে সর্দার মেট : "দশ মিনিটের জন্যে কেবল ! এক্ষুনি ওদের দুজনকেই আমি চাঙ্গা করে দেব। এমন ভাবে সারিয়ে আনব যে এক্ষুনি ওরা প্রাণ নিয়ে বিছানা থেকে পালিয়ে ওদের কাজে গিয়ে ভিড়ে যাবে। দশ মিনিটের মধ্যেই।"

"চুপ করো তুমি," বলেন কাপ্তেন: "ভারি বেদরদির মতো কথা বলছ ! তাছাড়া আমারও অপমান করছ তুমি ! তুমি কি মনে করো আমি অ্যাদ্দিন ধরে বৃথাই ডাক্তারি বই ঘাঁটলাম ? মানুষের ব্যারাম হলে ধরতে পারি না আমি ?"

সর্দার মেট জবাবে কী যেন বলতে গেল কিন্তু বক্তব্যটা ঠিক বেরুল না ওর গলা দিয়ে। সেখান থেকে সে সরে পড়ল, নিতান্ত কিন্তুমিন্তু হয়ে, সটান জাহাজের ডেকে।

কাপ্তেন ওদের দুজনকে, আগাপাশতলা, পুনরায় পরীক্ষা করলেন। ওরা যে এই দীর্ঘ দুদিন ধরে আশ্চর্য শান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে পেরেছে তার জন্যে চমৎকৃত হয়ে তিনি প্রশংসাপত্র দিয়ে ফেললেন। অযাচিতই দিয়ে ফেললেন।

তারপর কাপ্তেনের হুকুমে, আমরা ওদের র‍্যাপারে মুড়েশুড়ে ডেক চেয়ারে বসিয়ে ধরাধরি করে ডেকে নিয়ে গেলাম, যাতে মুক্ত বায়ু ওদের ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে। আমাদেরই কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে হল, অম্লান বদনেই। ফাঁকা হাওয়ায় ওরা ডেকে বসে তোফা আরামে খাঁটি অক্সিজেন টানাটানি করতে লাগল নিশ্বাস-

প্রশ্বাসে; এবং আমরা হাঁপাতে লাগলাম। হ্যারি তো লম্বায়-চওড়ায় পাক্কা ছ-ফুটের ওপর আর ড্যানটাও ভারী কম না !

সেখানে বসে বসে ওরা আড়চোখে তাকাতে থাকে সর্দার মেটের দিকে। যখনই কোনো কিছুর ওদের দরকার পড়ে, আমাদের একজনকে ছুটে গিয়ে নীচে থেকে নিয়ে আসতে হয় তক্ষুনিই। আবার যখন পুনরায় তাদের বহন করে বিছানায় নিয়ে গিয়ে আমাদেরই পৌঁছে দিতে হল, তখন আমরা সকলেই স্থির করে ফেললাম যে আমাদেরও অসুস্থ হয়ে পড়া দরকার—অবিলম্বেই।

স্থির করা গেল বটে, কিন্তু অসুখে পড়ার দুঃসাহস হল কেবল দুজনার, কেননা হ্যারি লোকটা ভারি বদরসিক, গায়েও ওর অসুরের মতো জোর আর মেজাজটাও বেজায় তিরিক্ষে। সে স্পষ্টই ঘোষণা করে দিল যে যদি খোশমেজাজে আর বহালতবিয়তে না থাকে তাহলে সে ভয়ংকর রকম কাণ্ড করে বসবে। মেরে হাড়ই গুঁড়িয়ে দ্যায় কি আস্ত খুনই করে ফ্যালে, কে জানে! অগত্যা, আমরা সবাই, কেবল ওই দুজনা বাদে, নিতান্ত কষ্টেসৃষ্টে সুস্থ হয়ে থাকতেই বাধ্য হলাম।

ওদের একজন, মাইক র‍্যাফার্টি, পাঁজরার ফোড়ায় শয্যাগত হয়ে পড়ল, যদিও পনেরো বছর ধরেই ওর পাঁজরার ওই জায়গাটা ফোলা ছিল, এমনিতেই ফোলা, এই আমি জানতাম। এবং অপর লোকটির হল একেবারে পক্ষাঘাত। কাপ্তেনের আনন্দ আর ধরে না। সত্যি কথা বলতে কি, এতখানি হাসিখুশি ব্যক্তি আমার জীবনে আর কখনো দেখি নি। সারাদিন ধরেই তিনি তাঁর ওষুধপত্র আর যন্ত্রপাতি নিয়ে কেবল ওপরনীচ করেন, রোগের সমস্ত লক্ষণ টুকে নেন, আর খাবার সময়ে খানার টেবিলে বসে দ্বিতীয় মেটের কাছে সেগুলো বিবৃত করেন।

এক সপ্তাহের ভেতরেই আমাদের আস্তানাটা হাসপাতালে পরিণত হয়ে গেল। একদিন আমি ডেকে টুকটাক কী কাজ করছি এমন সময়ে রাঁধুনি তার মুখখানা হাঁড়িপানা করে এল আমার কাছে।

"আরেকজন !" সে বলে, "আরেকজনকে রোগে ধরেছে। সর্দার মেট পাগল হয়ে গেছে। একেবারে বদ্ধ পাগল।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে সে।

"পাগল ?" আমি বলি।

"হ্যাঁ।" সে বলে—"জাহাজের একধারে একটা ঘুপটির মধ্যে গিয়ে সে বসেছে আর কেবল হাসছে— হা হা করে হায়েনার মতো হাসছে কেবল। আর সমুদ্রের জল আর

দোয়াতের কালি আর মাখন আর সাবান আর যতরকমের জিনিস আছে সব একসঙ্গে মেশাচ্ছে এক জায়গায় । আর সেই সঙ্গে বেধড়ক হাসি ।"

কৌতূহলী হয়ে, ঘুপটির কাছে আমি যাই, মাথা তুলে উঁকি মেরে দেখি, রাঁধুনি যা বলেছিল সত্যিই । সর্দার মেট, সহাস্যবদনে, চটচটে কী একটা জিনিস পাথরের বোতলে ভর্তি করছে ঠেসে ঠেসে।

তারপর সে ঘুপ্‌টির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, কাপ্তেনও ঠিক সেই সময়ে যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে।

"রুগ্‌ণ বেচারিরা কেমন আছে মশাই ?" সে বলে, কাপ্তেনকে।

"খুব খারাপ। খুবই খারাপ। তবে আমি অবশ্য আশা করছি যে হয়তো সারানো যাবে।" কাপ্তেন বলেন, তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে: "তবু ভালো যে ওদের জন্য তোমার কিছু দরদ জেগেছে এতদিনে !"

"হ্যাঁ, মশাই ।" বলে সর্দার মেট। "প্রথমে আমি ভাবতেই পারিনি, কিন্তু এখন দেখছি সত্যিই ওরা ভয়ানক পীড়িত। তবে আপনি আমায় মার্জনা করবেন, আপনার চিকিৎসা ঠিকমতো হচ্ছে বলে আমি মনে করতে পারছি না।"

এই কথা শোনবামাত্র, কাপ্তেন তক্ষুনি ফেটে পড়েন আর কি এই রকম আমার বোধ হতে লাগল।

"আমার চিকিৎসা ?" বলেন তিনি : "আমার চিকিৎসা ? কী জানো তুমি আমার চিকিৎসার ?"

"আপনি ওদের ভুল চিকিৎসা করছেন মশাই। মেট বলে, "এই যে বোতল দেখছেন, এর মধ্যে এমন দাওয়াই আছে যাতে ওদের সবাইকে আমি সারিয়ে দিতে পারি, কেবল যদি একবারটি আপনার অনুমতি পাই।"

"ধ্যাত !" বলেন কাপ্তেন: "এক ওষুধে সব রকম রোগ সারবে ? সেই সেকেলে গৎ ! তাহলে আর ভাবনা ছিল না ! তবু কী জিনিসটা শুনি ? তুমি আনলেই বা কোত্থেকে ?" বলেন তিনি।

"বাড়ি থেকে আসবার সময় সঙ্গে করেই এনেছিলাম জাহাজে।" বলে সর্দার মেট। "অব্যর্থ ওষুধ মশাই ! আমার দিদিমার আবিষ্কৃত। একবার যদি কেবল পরীক্ষা করবার সুযোগ পেতাম ব্যারামী বেচারিদের আমি নির্ঘাত সারিয়ে আনতে পারতাম।"

"রাবিশ্‌" বলেন কাপ্তেন: "বাজে। একদম বাজে।"

"বেশ, আপনার খুশি !" বলে মেট : "আপনি যদি না অনুমতি দেন, নাই দেবেন। তবু আমি বলছি যদি আপনি দিতেন, আমি ঠিক দুদিনে ওদের আরাম করে আনতাম। বাজি রেখে বলছি।"

তারপর, ওদের দুজনের কথা কাটাকাটি চলল বহুক্ষণ ধরে;অবশেষে রাজি হতে হল কাপ্তেনকে। সর্দার মেটকে সঙ্গে করে নীচে আমাদের আস্তানায় এসে হাজির হলেন তিনি।

কাপ্তেন রুগিদের ডেকে বললেন, সর্দার খালাসির একটা নতুন ওষুধ তাদের পরীক্ষা করতে হবে, শুধু দুদিন মাত্র—সর্দারের ওষুধ যে কোনো কাজের নয়, একেবারেই বাজে, কেবল এইটা প্রমাণ করে দেয়ার জন্যেই অন্তত—আর কিছু না।

"বেচারি ড্যান আগে পরীক্ষা করুক, মশাই"—বলে হ্যারি। সর্দার মেট বোতলের ছিপি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ওষুধের বিটকেল গন্ধ তার নাকে গেছ্ল, চম্‌কে উঠে বসেছিল সে। তাড়াতাড়ি সে বলে, "আপনি ওকে দেখে যাবার পর ও আরো ভারি কাহিল হয়ে পড়েছে।"

"হ্যারির অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ মশাই," বলে ড্যান: "ওর দরদি মন বলেই এ কথা বলছে।"

"কে আগে খাবে কিছু যায় আসে না তাতে," প্রকাণ্ড এক চামচে ওষুধ ঢালতে ঢালতে বলে সর্দার মেট : "যথেষ্টই আছে, বোতল ভর্তিই আছে, সবার জন্যেই সুপ্রচুর রয়েছে ! নাও, খেয়ে ফ্যালো দেখি চটপট। হ্যারি।"

"খাও।" বলেন কাপ্তেন।

হ্যারি ঢক করে খেয়ে ফেলল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিল যেন মনে হয় যে আস্ত একটা ফুটবল তাকে গিলতে হয়েছে। অথচ সেই বস্তু সহজে, কিছুতেই গলা দিয়ে গলবার নয়, মুখের ভেতরে চারিধারে আটকে লেপটে সেঁটে রইল সেই মহৌষধ।

হ্যারির আর্তনাদ কিছুতেই থামতে চায় না আর। তার ফলে, সেই দাওয়াই অন্য রুগিদের কাছে নিয়ে আসবার আগেই তাদের অসুখ অর্ধেক আরোগ্য হয়ে গেল।

বাকি তিনজনকে এক-এক দাগ খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার একটা ঐক্যতান শুরু হয়ে গেল তারপর। সর্দার মেট বোতলের ছিপি, শক্ত করে এঁটে, অদূরেই গিয়ে বসল একটা উঁচু তক্তার ওপর। আর এরা এদিকে, যেসব বিলাসিতার উপকরণ

ওদের সেবনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল, দারুণ হৈচৈ করে তাই গলাধঃকরণের কাজে ব্যতিব্যস্ত রইল।

"কী রকম বোধ করছ হে তোমরা ?" বলেন কাপ্তেন।

"মারা যাচ্ছি আমি।" বলে ড্যান।

"আমিও।" বলে হ্যারি। "আমার বিশ্বাস মেট বিষ খাইয়েছে আমাদের।"

কাপ্তেন মেটের দিকে তাকালেন, অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিতে এবং ঘাড় নাড়তে লাগলেন, সমঝদারের মতো।

"ও ঠিক আছে।" মেট বলে : "প্রথম বারো-চোদ্দো দাগ এ ওষুধের এইরকমই বোধ হবে।"

"বা—রো চো—দ্দো দাগ !" বলে ড্যান—ভারি সরু গলায় বলে।

"কুড়ি মিনিট অন্তর খাবার নিয়ম কিনা।" বলে মেট। তারপরে পকেট থেকে তার পাইপ বের করে আগুন ধরায়। এবং সেই চারজন রোগী গোঁ গোঁ করতে শুরু করে দ্যায়। তক্ষুনি একসঙ্গে।

"না, এ আমি হতে দেব না।" বলেন কাপ্তেন: "কিছুতেই হতে দিতে পারি না। হাতুড়ে চিকিৎসায় মানুষের বহুমূল্য জীবন বলি দিতে পারব না আমি।"

"কক্ষনো হাতুড়ে না ।" বাধা দিয়ে বলে মেট। "বহু প্রাচীন, আমাদের একটা পারিবারিক টোটকা।"

"বেশ, যা খেয়েছে যথেষ্ট। আর আমি খেতে দেব না ওদের।" বলেন কাপ্তেন।

"শুনুন মশাই," বলে সর্দার মেট : "যদি এদের একজনও মারা পড়ে তবে আপনাকে আমি কুড়ি পাউন্ড দেব। শপথ করে বলছি দেবই।

"পঁচিশ পাউন্ড করো তবে।" বিবেচনা করে বলেন কাপ্তেন।

"বেশ, পঁচিশ পাউন্ডই সই।" বলে মেট। "পঁচিশ পাউন্ডই দেব। মাথাপিছু, যে কটা মরবে। আর এক দাগ খাবার সময় হল এখন।"

আবার সবাইকে এক দাগ করে গিলিয়ে দেওয়া হল। কাপ্তেনও ওদের তখন সর্দারের হাতে সমর্পণ করে সে স্থান পরিত্যাগ করলেন। আমরা, যারা শয্যাশায়ী ছিলাম না, আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম, কাপ্তেনের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই।

ওদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেছে, চিনি কিম্বা নুন, কিংবা নেবুর রস মিশিয়ে খাওয়া চলে কি না ওষুধটা।

সর্দার মেট সে প্রস্তাবের দারুণ প্রতিবাদ করেছে, এমন কি তাতে যে ওষুধের উপকারিতা ভয়ংকর রকম কমে যাবার আশঙ্কা আছে, সেকথাও জানিয়ে দিয়েছে। আর এও বলেছে যে উপকারী অথচ উপাদেয় নয়, সব ওষুধ সম্বন্ধেই এ কথা সমান সত্য এবং তার বিধি-নিষেধের রদ-বদল করে ব্যবহার করা কোনো কাজের কথাই না। তাতে ওষুধের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা হয় না, এমন কি, তাতে করে তাকে রোগ সারাবার সুযোগই দেয়া হয় না, বলতে গেলে।

আমরা কয়েকজন ওষুধটার আঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করি। সর্দ্দার মেট সেই মুহূর্তেই সাবধান করে দ্যায়, এবং খাবার খুব লালসা হচ্ছে কিনা, জিজ্ঞাসা করে আমাদের সে প্রলোভন সংবরণ করতেই বলে।

বলা বাহুল্য, বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা সম্মত হই, লোভ সামলে ফেলি তৎক্ষণাৎ।

পাঁচ দাগ খাবার পর, রুগিরা অস্থির হয়ে পড়ল। এবং যখন তারা শুনল, যে রাত্রেও কুড়ি মিনিট অন্তর তাদের জাগিয়ে সমস্ত রজনী ধরে ওষুধ খাওয়ানো হবে, তখন যেন তারা একেবারেই হাল ছেড়ে দিল।

বুড়ো ড্যান বলে যে, তার সর্বশরীরে কি রকম একটা অপূর্ব অনুভূতি সে অনুভব করছে, নিতান্তই সেটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ না হয়ে যায় না। তা ছাড়া আর কী হবে ?

হ্যারি বলে ওষুধটায় খাসা ফল হয়েছে তার। তার যক্ষ্মা রোগও প্রায় সেরে এসেছে বলতে গেলে। নিতান্তই এবং নিঃসন্দেহই।

ওষুধটা যে যথার্থই চমৎকার, সে বিষয়ে ওরা সবাই তখন একমত। এমন কি, তার ফলপ্রদতার প্রমাণও পাওয়া গেল সঙ্গেসঙ্গেই। ছ-দাগ পড়তে না পড়তেই, পক্ষাঘাতের রুগিটি ডেকের ওপর ছুটতে আরম্ভ করল। মাস্তুলের সংলগ্ন দড়ির সিঁড়ি বেয়ে, বেড়ালের মতো উঠতে শুরু করে দিল সে। এবং সেই মাস্তুলের ডগায় উঠে গিয়ে বসে থাকল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, নামবার নামই করল না আর।

এবং তার খানিক বাদে, মাইক র‍্যাফার্টিও গিয়ে যোগ দিল তার সঙ্গে, সেই মাস্তুলের উচ্চপদে। এবং সেখান থেকে তারা দুজনে মিলে সর্দার মেট এবং তার চিকিৎসা প্রণালী এবং তার পারিবারিক মহৌষধ সবকিছু সম্বন্ধেই যে সব দুর্বাক্য বর্ষণ করতে লাগল তা আর কহতব্য নয় ।

তার পরদিন, তাদের চারজনকেই পুরো খাটনি খাটতে হল। অবিশ্যি, কাপ্তেন তাদের কিছু আর বললেন না, এমন কি, অসুখের কথার উল্লেখই করলেন না তিনি। মুখে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু যখন দেখা গেল যে চারজনকে দিয়ে আটজনের গাধার খাটনি খাটানো হচ্ছে, এবং না খাটতে পারলে পিটনির কিছু কসুর করা হচ্ছে না, তখন তাঁর জুতোর ঠিক কোন জায়গাটায় কাঁটা খচখচ করছিল, বুঝতে পারা খুব কঠিন ছিল না।

ডবলিউ ডবলিউ জেকবের একটা গল্পের অনুসরণে

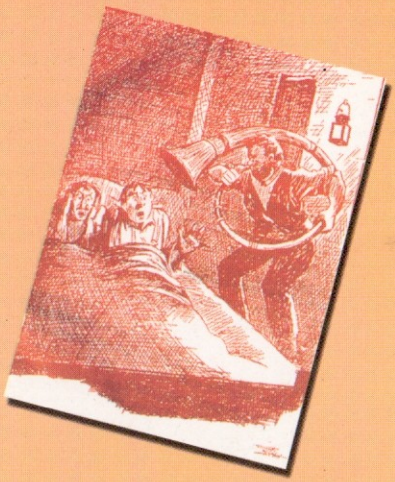

পরীর উপহার • অ্যান্টনি আর্মস্ট্রং
পার্বত্য সূর্যোদয়! • মার্ক টোয়েন
অ-বিশ্রাম চিকিৎসা • হেক্টর মনরো
পেট কামড়ানোর ধাক্কা • ডাবলিউ. ডাবলিউ. জেকব
চিকিৎসা-বদল! • ডাবলিউ. ডাবলিউ. জেকব

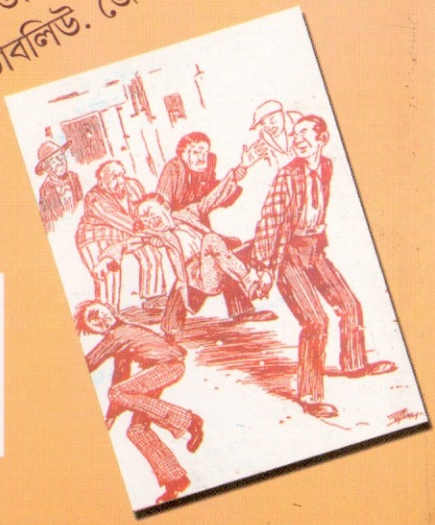

ISBN 81-7819-031-1
9 788178 190310